দি থার্ড ফ্লোর ফ্ল্যাট

আগাথা ক্রিস্টি

সূচিপত্র

চারজনে প্রচণ্ড ব্যস্ত 2

চারজন যুবক যুবতী 37

চারজনে প্রচন্ড ব্যস্ত

০১.

সময়ে কারো জন্য অপেক্ষা করে না। চারজনে প্রচণ্ড ব্যস্ত এবং তৎপর হয়ে তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো প্যাটের উপর। প্যাটের ভয়ঙ্কর অসহায় চাউনি দেখে সবাই উদ্বিগ্ন। প্যাট অন্য দিনের চেয়ে আজ আলাদা। উদ্বেগের ছায়ায় তার চোখের তারা কাঁপছে। ভীরু চাউনি। কণ্ঠে তার কৈফিয়তের সুর। গলা বার বার জড়িয়ে আসছিল। অনেক কিছু বলবার ছিল। দেখার ছিল কিন্তু হলো না। সব কিছুর মূলে তার পরিবেশ।

ভ্রুকুটি করে উন্মাদের মত তন্ন তন্ন করে ছোট ছোট সিল্কের হাত ব্যাগটার মধ্যে সে হাতড়াতে লাগল। যেটাকে সবাই বলে তার ইভনিং ব্যাগ। দুটো যুবক এক যুবতী চিন্তিত হয়ে তাকে দেখত লাগল তার প্যাট্রিসেনা গারবেটার ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে।

কোন লাভ নেই। ব্যাগের মধ্যে পাওয়া গেল না। হতাশা নিয়ে বলল প্যাট। নম্রস্বরে অপেক্ষমান ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করল তারা তবে কি করবে।

ল্যাব ছাড়া জীবনের কোন অর্থ নেই। আপন মনে বললো জিমি ফকনার। ছোটখাটো চওড়া কাঁধের যুবক। নীল চোখে ঠাণ্ডা মেজাজের ছোঁয়া।

রাগত চোখে তার দিকে তাকিয়ে প্যাট বলল, ঠাট্টা করো না। জিমি এটা ইয়ারকির সময় নয়। ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ভেনোডেন বেইলি বলল–আবার ভালো করে দেখ, হয়তো সেটা ব্যাগের মধ্যে কোথাও লুকিয়ে আছে। কণ্ঠস্বরে কোন রাগের আভাস নেই। সব কিছুতেই অত্যন্ত স্বাভাবিক। রোগা চেহারার সঙ্গে মিহি কণ্ঠস্বর বেশ খাপ খাওয়ানো।

অপর যুবতী মিলড্রেড এবার মুখ খুলল, সে কি চাবি সঙ্গে নিয়ে বেরিয়েছিল?

জোরের সঙ্গে উত্তর দিল প্যাট, নিশ্চয়। তার স্পষ্ট মনে আছে বাইরে খাবার সময় এই ব্যাগেই চাবিটা রেখেছিল, তাদের দুজনের মধ্যে কাউকে সে দিয়েছিল। আরও বলল, ডেনোডেনকে তাকে বলেছিল এখন তার কাছে থাক, পরে সময় মতো প্যাট চেয়ে নেবে।

এত সহজেই কেউ বলির পাঁঠা হতে রাজি হলো না। ভেনোডেন জিমিও তার সুরে সুর মিলাল। জিমি কোন রকম কুণ্ঠা না রেখেই বলল, সে নিজের চোখে দেখেছে প্যাটকে চাবিটা তার ব্যাগের মধ্যে রাখতে।

তবে তার ধারণা যখন তার হাতব্যাগটা তাদের হাতে ছিল তখন কেউ সেটা হয়তো তার ব্যাগ থেকে তুলে নিয়ে নিয়েছে। একবার নয় দুবার চাবিটা ব্যাগের মধ্যে রেখেছিলো সে।

ভেনোডেন তির্যক ভাবে বললো, একবার বা দুবার যা হোক না কেন তার বিশ্বাস প্যাট কম করেও বার বার তার ব্যাগের বাইরে ফেলে দিল। তারা মনে না করিয়ে দিলে সে চাবিটা পেতোই না। এই যে সেটা একেবারেই পাওয়া যাচ্ছে না তার পিছনে হয়ত কোন রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে।

একই কারণে তার ফ্ল্যাটের চাবিটা কোথাও পড়ে গিয়ে থাকবে। যেভাবে পৃথিবীর সব কিছুই সবসময় স্থানচ্যুত হয়।

অপর তিনজন যখন চাবি হারানো নিয়ে বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করে চলেছে মিস ড্রেডের আশঙ্কা হলো যদি ফ্ল্যাটের চাবি না পাওয়া যায় তবে তারা কী ভাবে ফ্ল্যাটে ঢুকবে।

বুদ্ধিমতী তাই এ প্রশ্নটা তার মনে সহজেই এল। কিন্তু প্যাটের মতো ঝামেলা পাকানো বা আবেগপ্রবণ নয় সে। চারজন শুষ্ক চোখে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো। হঠাৎ জিমি কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বলল, আচ্ছা, পোটার এ ব্যাপারে তাদের সাহায্য করতে পারে না। হয়তো পোটারের কাছে মাস্টার কি থাকতে পারে যা দিয়ে সে সমস্যার সমাধান করতে পারবে।

জোরে জোরে মাথা নাড়িয়ে প্যাট বলল, তাতে কোন ফল হবে না। একটা চাবি কিচেনে অন্য এমন জায়গায় থাকা প্রয়োজন যা তাদের পক্ষে ক্ষতিকর এই মুহূর্তে।

কৈফিয়তের সুরে জিমি বলল, ক্ষতিকর বলতে সে কি বোঝাতে চাইছে।

ক্ষতিকর মানে ক্ষতিকর। এই ভাবে কথাটা বলে প্যাট বলল, সেই ব্যাগের যে অধিকারিণী সে নিশ্চয়ই তাদের বন্ধু হতে পারে না। তার কথা জিমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছে।

মিস ড্রেড অসহায় ভাবে বলল, এখন কি উপায়। কোন একটা উপায় খুঁজে বের করতে হবে।

প্যাট বলল, যদি ফ্ল্যাটটা গ্রাউণ্ড ফ্লোরে হত তবে উপায় একটা নিশ্চয় বার করা সম্ভব হতো।

সেক্ষেত্রে তারা জানালা বা অন্য কিছু ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারত।

ভেনোডেনকে রসিকতা করে বলল তার বেড়াল-চোর হতে ইচ্ছে হয় কি? হবে সে?

নষভাবে দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল ভেনোডেন।

জিমি উত্তর দিতে ভোনোডেনের পক্ষ নিয়ে, ঐ ভাবে ফোর্থ ফ্লোরে যাবার অনেক ঝুঁকি আছে।

ভেনোডেন জিজ্ঞাসা করে, এই ফ্ল্যাটে ফায়ার এস্কেপের ব্যবস্থা নেই? না নেই-একটাও নেই।

সে কি? বলে বিস্ময়ে চেয়ে রইল জিমি। ফাইভ স্টোরেড বিল্ডিং। তাহলে ফায়ার স্কেপের কোন ব্যবস্থা নেই। সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার। যদি এই ফ্ল্যাটে কোন জায়গায় আগুন লাগে তার বাসিন্দারা কোথা দিয়ে বাইরে বেরোবে।

উত্তরটা প্যাটের অজানা। যেটা নেই সেটা নিয়ে আলোচনা নিরর্থক। কথা হলো কি করে তারা ফ্ল্যাটে প্রবেশ করবে।

প্যাটের দুর্ভাবনা সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। একে অপরের দিকেমুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। সবাই ভাবতে থাকে প্যাটকে কিভাবে সাহায্য করা যায়।

ভেনোডেন জিজ্ঞাসা করে কি যেন নাম, কথাটা পেটে আসছে মুখে আসছে না। ব্যবসায়ীরা যাতে করে তাদের জন্যে সামগ্রী ফ্ল্যাটে পাঠায়।

হঠাৎ নামটা মনে পড়ে গেল প্যাটের। সে কি সার্ভিস লিফটের কথা বলছে। হ্যাঁ তার মনে পড়েছে নামটা কিন্তু সেটা তো তারের বাক্সের মতো জিনিস।

ভেনোডেনের দুটো চোখ চকচক করে উঠল। খুশিতে বলল, এতক্ষণে একটা উপায় বের করা গেল।

মেলড্রেডের পরামর্শে তার খুশীর রেখা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। মেলড্রেড ভীষণ ভাবে নিরুৎসাহ করে তুলল।

প্যাটের কিচেন হয়তো ভিতর থেকে বন্ধ থাকতে পারে।

মেলড্রেডের পরামর্শ নাকচ করে দেয় ভেনোডেন, সেটা বিশ্বাস করা ঠিক হবে না।

জিমি বলল, প্যাটের কিচেনের কথা সে বলছে না। তারা তো প্যাটের স্বভাব সম্পর্কে ভালো মতোই জানো। কখনও ঘরে তালা দেয় না আর ঘরে খিলও দেয় না।

প্যাট মন্তব্য করল, তার মনে হয় না ঘরে খিল দেওয়া আছে।

আজ সকালে সে ডাস্টবিনের ময়লা পরিষ্কার করে আর দরজায় খিল দেয়নি। তারপর সেখানে কি হলো মনে করতে পারল না। তাদের চিন্তিত দেখাল চারজনকে। মুশকিল আসান যেন দূর অস্ত। তাদের মধ্যে একটা অসহায়তার ছাপ পড়েতে শুরু করে দিয়েছে। ব্যতিক্রম শুধু ভেনোডেনের। ভেঙে পরার শেষ মুহূর্তে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। আগে বহুবার নানা দৃষ্টান্ত অতীত প্রায়। আজও ব্যতিক্রম হলো না।

ঠিক আছে, আজ রাতে তাদের কাছে এই ঘটনাটি কার্যকর হতে যাচ্ছে বলে তার ধারণা। তবে তরুণী প্যাট তার এই অভ্যাস একদম বাজে। এই শিথিলতা অবহেলা অনেক বিপদ তার জীবনে ডেকে আনতে পারে।

তবে ভাগ্যের কথা সেখানে কোন চোরের উপদ্রব নেই। বেড়ালের উপদ্রব তার রাতের ঘুম কেড়ে নেয়নি।

তার নীতিকথায় কান না দিয়ে প্যাট বলল, তার সঙ্গ নিতে।

সমস্বরে আওয়াজ হলো কোথায়?

মুখে একটা আঙুল দিয়ে সর্তকতার সঙ্গে বললো, অন্য ফ্ল্যাটের লোকেরা বিরক্ত হবে। বেশী চেঁচান উচিত নয়। তার প্রসঙ্গ পাল্টে বলল, তারা লিফটের খোঁজে চলেছে।

ভেনোডেন জিজ্ঞেস করল, এত রাতে লিফট কি চালু আছে? না, তা সম্ভবত নেই, উত্তর দিল প্যাট। কিন্তু কয়লা তোলার অন্য একটি লিফট আছে। চব্বিশ ঘণ্টা সার্ভিস।

একরকম ছুটে প্যাট এগিয়ে গেল। অন্যেরা তাকে অনুসরণ করলো। গাঢ় অন্ধকারে প্যাট তাদের নেতৃত্ব দেয়। ডান দিকে লিফটের দিকে তারা এগিয়ে গেল। পরের ডাস্টবিনটা সরাবার সময় একটা কটু গন্ধ পেল ভেনোডেন।

এই অভিযানে সে কি একাই যাবে, কেউ তাকে সঙ্গ দেবে না?

জিমি তার সঙ্গ নিল।

ভেনোডেনের পাশে পাশে হাঁটতে লাগল সে।

তার সন্দেহ হচ্ছে লিফট তার ভার বহন করতে পারবে কিনা।

একটন কয়লার থেকেও কি তোর ওজন বেশী? প্যাট জিজ্ঞাসা করল।

লিফটে পা দিয়ে উৎফুল্ল হয়ে ভেনোডেন বলল, খুব শীঘ্রই তারা একটা পথ খুঁজে পাবেই।

লিফটের যান্ত্রিক আওয়াজে শোনা গেল। তারা দৃষ্টির আড়াল হলো। কিন্তু তাদের রাশ থেকে গেল।

ভেনোডেন মন্তব্য করল, কান ঝালাপালা করা শব্দটা ভয়ানক। অন্য ফ্ল্যাটের বাসিন্দারা কি ভাবছেন কে জানে।

চোর কিংবা ভূত, এই ধ্বংসের কিছু একটা তারা ভাববে। লিফটের দড়ি টানা কঠিন ব্যাপার। ফায়ারস ম্যানসনের কর্মীরা এই দুরূহ কাজ কি ভাবে করে ভাবতেও অবাক লাগে।

জিমিকে জিজ্ঞাসা করল, সে কি ফ্লোরগুলি গুনেছে।

হায় ভগবান। শুনতে একদম ভুল হয়ে গেছে। মৃদু হেসে ভেনোডেন বলল, তার ঠিক মনে আছে। তারা এখন থার্ড ফ্লোর অতিক্রম করছে। পরের ফ্লোরটাই তাদের।

বিড় বিড় করে বিরক্তি প্রকাশ করে জিমি বলল, দেখা যাবে দরজায় তালা লাগানো।

কিন্তু চিন্তাটা অমূলক। কাঠের দরজা ঠেলতেই খুলে গেল। কালো স্লেটের মতো অন্ধকারে কিচেনে ঢুকল ভেনোডেন আর জিমি।

নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে কিছুই নজরে পড়ল না। এক পা চলতে তাদের ভীষণ অসুবিধে হলো। সুইচ বোর্ড খুঁজে পাচ্ছিল না।

ভেনোডেন মৃদু গলা করে বলল, এই জন্য অন্ধকারে তাদের একটা টর্চ সঙ্গে রাখা উচিত ছিল। ফ্ল্যাটের কোন কিছুই তার জানা নেই। অসাবধান হলে রান্নার সরঞ্জাম ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। প্যাটকে সর্তক করে দিয়ে ভেনোডেন বলল, সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই থাক আলো না জ্বালা পর্যন্ত একটু নড়বে না সে।

মেঝের উপর থেকে অতি সন্তর্পণে তার পথ সে করে নিল। আর মুখে একটা শব্দ ড্যাম। পথ চলতে গিয়ে অসাবধানতায় কিচেনে হুমরি খেয়ে পড়লে বুকের পাঁজরে ধাক্কা লাগল তার। কোন মতে নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। একটা সুইচ বোর্ডের খোপ অন্য একটা সুইচ বোর্ডের কাছে গেল সে। ড্যাম শব্দটা মুখ থেকে আবার বেরিয়ে এল।

জিমি তাকে বলল তাকে দেখে যেন হতাশ মনে হচ্ছে। সে বলল, আলো আর আসবে না। বালবগুলি সব ফিউজ হয়ে গেছে।

প্যাসেজ পার হয়ে বসার ঘর। তার পায়ের শব্দ অনুসরণ করে জিমি। দরজা পার হবার আওয়াজ পাওয়া যায়। এবার বসার ঘর থেকে ভেনোডনের পায়ের শব্দ শোনা গেল। শব্দটা সুইচ পর্যন্ত এগিয়ে থেমে গেল। একটা ব্যর্থতার হিসহিস শব্দ শুনে মন্তব্য করলো, তবে কি তাদের শূন্য হাতে ফিরে যেতে হবে? মুখ কঠিন হয়ে গেল। অন্ধকারে বসার ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে মনে হলো অন্ধকার যেন আরও জমাট।

অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো তার সঙ্গ নিল ভেনোডেন। ভেনোডেনকে দেখা যাচ্ছিল না। তবে তার উচ্চ নিশ্বাস গায়ে লাগতেই বোঝা গেল তোনোডেন তার খুব কাছে। কিন্তু

তার আর সাড়া পাওয়া গেল না। তবে সে কি বলে ছেড়ে দিল। ফিরে গিয়ে প্যাটকে কি জবাব দেবে। প্যাটের দুশ্চিন্তা সে ফ্ল্যাটে ঢুকতে পারবে তো?

জিমি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, কি হলো ভেনোডেন।

তার বিশ্বাস রাত্রি নামলেই ঘরগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এখন ওর সব কিছুই মনে হচ্ছে অন্য জায়গায়। চেয়ার টেবিলগুলি ঠিক মতো জায়গায় নেই।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটা সুইচের সন্ধান পাওয়া গেল। সুইচ টিপতেই আলোয় ভরে গেল। আর ঠিক পরেই ভয়ে আতঙ্কে দুজনে দুজনের মুখের দিকে তাকালো। কি সাংঘাতিক ব্যাপার। এ কি করে সম্ভব? একটা প্রচণ্ড ব্যবস্থা তাদের তাড়িয়ে নিয়ে এলো এই জায়গায়। ঘরটা প্যাটের বসার ঘর। ভুল ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছে তারা।

তারা দুইজনে ফ্ল্যাটটা জরিপ করতে গিয়ে দেখে ঘরটা প্যাটের ঝলমলে আসবাপত্রে ঠাসা। অসাবধান হলেই অন্ধকারে হোঁচট খেতে হবে।

আলোই সম্ভাব্য বিপদের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। ভেনোডেনের অবস্থা দেখে চেয়ার টেবিলগুলোও বোধহয় বিদ্রূপ করেছে। ঠিক মাঝখানে গোল টেবিল। আবরণে ঢাকা। এই মুহূর্তে ঘরের মালিকের আচার ব্যবহার অনুমান করা দুঃসাধ্য। নীরবে বিস্মিত। টেবিলটার উপর তাকিয়ে দেখল একগুচ্ছ চিঠি পড়ে রয়েছে।

প্রাপকের নামটা পাড়তে গিয়ে এক বুক নিঃশ্বাস ফেলে বলল, মিসেস আনোটন গ্রান্ট। তারপরেই আবছাজনক দৃষ্টিতে বলল–সর্বনাশ জিমি। ভদ্রমহিলা বোধহয় তাদের আসার খবর পেয়ে গেছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে তাদের আসার সংবাদ পেয়েও জিমি গভীর ঘুমে অচেতন। চোর ডাকাতের কথা ভেবেই তার ছুটে আসা উচিত ছিল। ভয়ে জিমি বলল-ব্যাপারটা খুব সুবিধের নয়। ভেনোডেন তাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। এক মূহুর্তও নয়। শেষে পুলিশী ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েতে হতে পারে।

দ্রুত ঘরের আলো নিবিয়ে বেরিয়ে আসে তারা। লিফটে পা রেখে নিশ্চিন্ত হলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল নতুন কোন ঝামেলায় তাদের জড়িয়ে পড়তে হয়নি বলে।

জিমি সন্তোষের সুরে বলল, এইরকম গাঢ় ঘুমের আনেস্টিনের হয়তো গভীর ঘুমের অভ্যাস আছে। কিন্তু এত গভীর ঘুম হলে চোর ডাকাত পড়ে তার সর্বস্ব লুট হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সকালে উঠে দেখবেন তিনি সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন।

ভেনোডেন চিন্তা করল, এমন মারাত্মক ভুল তাদের কি করে হলো। ফোর্থ ফ্লোরে না গিয়ে থার্ড ফ্লোরে তারা কিভাবে পৌঁছলো। একটা সম্ভাবনার কথা মনে পড়ছে। বলল, সে বুঝতে পারছে কি ভাবে তাদের ফ্লোর গুনতে ভুল হলো।

কৌতূহল প্রকাশ করে জিমি বলল, সেটা কি রকম?

উত্তরে ভেনোজেন বলল, তারা লিফট চালু করে কোথা থেকে।

কেন গ্রাউণ্ড ফ্লোর থেকে। নিশ্চিন্ত ভাবে জবাব দেয় জিমি।

না। তবে কোথা থেকে? তার স্পষ্ট মনে আছে লিফট চালু হয়েছে বেসমেন্ট থেকে। তাই তাদের গুনতেও ভুল হয়ে যায়।

.

০২.

সুইচ টিপতেই লিফট চলতে শুরু করে দিল। এবার তারা সঠিক পথেই যাচ্ছে। জিমি আন্তরিক ভাবেই সেটা আশ্বস্ত করল। ফোর্থ ফ্লোরে এসে নেমে পড়ল। তারপর প্যাটকে বলল, আবার বিস্ময়কর ঘটনা ঘটলে সহ্য করতে পারবে না।

জিমির আশংকা অমূলক নয়। সুইচ টিপতেই উজ্জ্বল আলোতে ঘর ভরে গেল। চোখের সামনে প্যাটের কিচেন। কিচেন পার হয়ে তারা সামনের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মিনিট খানেক পরে ফ্ল্যাটের প্রবেশ পথের দরজা খুলতেই দেখা গেল দুটি তুরুণী অপেক্ষা করছে।

বিরিক্তি প্রকাশ করে প্যাট বলল–তারা অনেক সময় ব্যয় করেছে। মিলড্রেড আর সে দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষা করছে।

আমরা দুঃখিত বলে তাদের দারুণ মজার অভিযানের কথা শোনাল। তবে অভিযানের ভয়ঙ্কর একটা ঝুঁকিও ছিল। অনধিকার প্রবেশের জন্য ধরা পড়লে তাদের জেলের ঘানি টানতে হত।

মজাদার অভিযান। পুলিশ স্টেশন। তারা অপরাধী হতে পারত। এসব কি কথা বলছে ভেনোডেন? ঠিক সে তার ফ্ল্যাটে ঢুকতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো প্যাট। বসার ঘরে আলো জ্বাললো প্যাট। দৃষ্টিতে তার প্রতিজ্ঞার আভাস। দুটি যুবকের অভিযানের কাহিনী না শোনা পর্যন্ত তার বিস্ময় কাটলো না। সামনের দুটি চেয়ারে দুজনকে বসতে বলল। আর মিলড্রেড বসল তার পাশে।

ভেনোডেনকে তাদের অভিযানের গল্প করতে অনুরোধ করল। সে তার ধৈর্য্য ধরে থাকতে পারছে না।

তাদের অভিযানের বর্ণনা শুনেত শুনতে মাঝে মাঝে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল আর মন্তব্য করল, বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল। বলল, কি ভয়ঙ্কর ভুল। এই ভুলের মাশুল তাদের ঠিক গুনতেই হতো।

এরকম মারাত্মক ভুলের সূত্র সে বার করতে পেরেছে। আসলে তারা বেসমেন্ট থেকে যাত্রা শুরু করে এবং থার্ড ফ্লোরকে প্যাটের ফ্লোর মনে করে মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়ে।

প্যাট মন্তব্য করল, ভদ্রমহিলা যে তাদের হাতে নাতে ধরে ফেলেনি তার কারণ ঘুমুলে বৃদ্ধার কোন জ্ঞান থাকে না। পরশ্রীকাতর তিনি, এটা বয়সের দোষ। আজ সকালে তিনি

প্যাটের সঙ্গে সাক্ষাতে ইচ্ছুক। মনে হয় কোন অভিযোগ করবেন। যতদূর মনে হচ্ছে পিয়ানো নিয়ে। যারা পিয়ানো বাদন সহ্য করতে পারে না তাদের সেখানে থাকা উচিত নয়। হঠাৎ ভেনোডেনের হাতের দিকে তাকাতে গিয়ে বলল–তার হাতে কোন চোট লাগে নি তো?

কেন, প্রশ্ন করতেই বলল, তার হাত ভর্তি রক্ত। টয়লেটে গিয়ে হাত ধুয়ে ফেলতে বলল।

এই প্রথম নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত হয়ে ভাবল এত রক্ত এল কোথা থেকে। হাত কোন চোট বা আঘাত লাগেনি, তার হাত ভর্তি রক্ত কেন। ভৌতিক কাণ্ড বা শারীরিক। এই সব প্রশ্নে না গিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতেই জিমির কথায় অবাক হলো- তার হাতে যে পরিমাণে রক্ত দেখা যাচ্ছে তাতে চোট বা আঘাত পাবারই কথা। কিন্তু সে কি চোট পেয়েছে কোথাও।

ভেনোডেনের কথা শুনে অবাক চোখে তার দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ। টয়লেট থেকে ভেনোডেন হাত ধুয়ে এল। জিমি তার হাতে কোন কাটার দাগ জাতীয় কিছুই দেখতে পেল না। অথচ এটি আশ্চর্য ব্যাপার। এত রক্ত হাতে এল কি করে।

বড় অদ্ভুত ব্যাপার। রক্তের পরিমাণ যথেষ্ট। হাতে এত রক্ত কোথা থেকে এল ব্যাপারটাতে গূঢ় রহস্য আছে সেটা বুঝতে খুব সময় লাগলো না। যে অনুমান তারা করছিল যে ভদ্রমহিলা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন, এখন সেটা আর তাদের ঠিক অনুমান বলে মনে হচ্ছে না।

প্রশ্নগুলির সম্ভাব্য উত্তর ঠিক করে লাফিয়ে উঠল জিমি। রক্তটা নিশ্চয়ই ফ্ল্যাট থেকে এসেছে। তাছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। তার সম্ভাব্য উত্তরের জন্য নিশ্চিত হতে তার বন্ধুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল–রক্তটা যে ভদ্রমহিলার সে বিষয়ে সে কি নিশ্চিত?

ধীরে শান্ত নিশ্চিত ভাবটা ফুটিয়ে তুলে ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল ভেনোডেন। বলতে গিয়ে গলাটা একটু কেঁপে গেল।

নীরবে একজন একজনের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের একটাই চিন্তা, কোথা থেকে এত রক্ত এল। ভদ্রমহিলার ফ্ল্যাটে এত রাত্রে অন্য কারোর উপস্থিতির কথা শোভন নয়। জিমিই পরবর্তী পদক্ষেপের কথা বলল।

দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে সে বলল, তাদের উচিত এগুলি আনেস্টিনের ফ্ল্যাটটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করা উচিত। সবকিছুই ঠিক মতো আছে কিনা, না অন্য কিছু সেটা তাদের জানা অত্যন্ত প্রায়োজন।

তার কথায় সায় দিল ভেনোডেন। সহ টেনেন্ট হিসাবেও তাদের কর্তব্য রয়েছে। ইতস্ততঃ করে বলল, মেয়ে দুটির কি হবে। ওদের কিছুই জানানো হবে না। কিন্তু তারা আবার চলে গেলে সন্দেহ বেড়ে যাবে।

সেটাই তো স্বাভাবিক। সম্মতির সুরে জিমি বলল। আরও বলল, সে একটা সমাধানের রাস্তাও ঠিক করে রেখেছে। তাদের কাজের মধ্যে ব্যস্ত রেখে দ্বিতীয় অভিযানটা অনায়াসে করে দিতে পারবে।

প্যাট এসে বসল বসার ঘরে। প্যাটকে দেখেই জিমি পাকা ছেলের মতো আবদার করে বলল–ভীষণ খিদে পেয়েছে। তাদের খাবারের কোন ব্যবস্থা হবে না?

নিশ্চয়ই বলে মৃদু হেসে প্যাট জিজ্ঞাসা করলো, সে তো ওমলেট খেতে খুব পছন্দ করে। চলবে নাকি?

চমৎকার হয় তাহলে। লাফিয়ে উঠলো জিমি। তার কারণ মেয়ে দুটিকে কাজে ব্যস্ত রেখে তাদের কাজ হাসিল করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেছে ভেবে। প্যাটের কথায় সম্মতি জানিয়ে বলল-তা হোক।

ভেনোডেন তার কথায় সায় দিয়ে বলল–ওমলেট আর পাউরুটি দারুণ জুটি। জিমির মতো তারই একই চিন্তা মেয়েদুটিকে ব্যস্ত রাখা।

প্যাট আর দাঁড়ল না। এ্যাপ্রোন পরে কিচেনের দিকে রওনা হলো। মেলড্রেডও তাকে অনুসরণ করল।

অপসৃয়মাণ দুটি যুবতীর দিকে তাকিয়ে জিমি উঠে দাঁড়াল। বলল, চলো বন্ধু, তাদের দ্বিতীয় অভিযানে এবার নেমে পড়া। যাক, মেয়েদুটি কাজে ব্যস্ত থাকবে অনেকক্ষণ। এই সুযোগেই তারা কাজ সেরে ফিরে আসবে।

তারপরে কোন কথা নয়। শুরু কাজ। আগের পথেই তাদের যাওয়া উচিত। বলতে বাধা নেই, গত বারের ভুল এবার হবার সম্ভাবনা নেই। অস্থির মন নিয়ে লিফটে চড়ে বসল। এক সময়ে তারা থার্ড ফ্লোরে এসে পৌঁছাল।

আগের মতোই মিসেস গ্রান্টের কিচেনের দিকে এগিয়ে গেল তারা। খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হয়নি তাদের। কিচেনের মধ্যে গিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো তারা। আলোর সুইচটা টিপতেই আলোর বন্যা বয়ে গেল।

ঘরের ভেতরটা কেমন যেন ওলোট পালোট হয়ে গেছে। বিশৃঙ্খলার ভাব রয়েছে কিচেনে। প্রতিটি ইট, কাঠ এবং চেয়ার টেবিলে। সম্ভাব্য রক্তের উৎস কোথায়, খুঁজতে লাগল তারা।

হঠাৎ ভয়ঙ্কর উত্তেজিত হয়ে উঠল তারা। কাঁপছিল থর থর করে। মুখ দিয়ে কথা সরছিল না। শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ছিল সামনের দিকে। ভয়ার্ত চোখ। সেই ভয়ের উৎস খুজতে ফ্যাল ফ্যালজত হয়ে উঠল সম্ভাব্য রক্তের

চকিতে তার আঙুল বরাবর তাকালো ভেনোডেন। জিমির ক্ষেত্রে অপর ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া। কিচেন লাগোয়া ভারী পর্দার নীচে একটি মহিলার পা। পায়ে এক ধরনের বিশেষ চামড়ার জুতো।

দ্রুত পর্দা সরিয়ে দেখতে পেল এক মহিলার মৃতদেহ মেঝের উপর বিশৃঙ্খলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অন্ধকারে বুঝতে অসুবিধা হলো না যে তার শরীরে প্রাণের স্পন্দন নেই। তাকে হাত বাড়িয়ে তুলবার উপক্রম করতেই ভেনোডেন চিৎকার করে বাধা দিয়ে উঠল– পুলিশ না আসা পর্যন্ত স্পর্শ করা অনুচিত।

কথাটা জিমির একেবারেই মনে ছিল না। মৃত্যু যে এত ভয়ঙ্কর তার জানা ছিল না। তার যেন বোধ শক্তি হারিয়ে গিয়ে সব ওলোট পালোট হয়ে যাচ্ছে। উনিই বোধ হয় মিসেস আনেস্টিন গ্রান্ট মনে হয়।

ভদ্রমহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে আন্দাজে অনুমান করল; সেই রকমই মনে হচ্ছে। ফ্ল্যাটে অন্য লোকের কোন সাড়া শব্দ নেই। তারা নিশ্চয়ই হাসিখুশীতেই মজে রয়েছে।

সারা ফ্ল্যাটটা নীরব চাদরে যেন ঢাকা। তারা যে অন্যায় ভাবে ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেছে তার প্রতিবাদ করার মতো কেউ নেই। এটাই আশ্চর্যের ব্যপার।

ভেনোডেনের মাথায় অন্য চিন্তা। তারা কি ভুতুড়ে। ফ্ল্যাটে ঢুকে পড়েছে? ভদ্রমহিলার জ্ঞান ছিল। রক্ত মাংসের মানবী ছিলেন কিনা? এমনও তো হতে পারে তারা বলে গেল মৃতদেহটি উধাও হতে পারে। আততায়ী তারা এসে পড়ায় মৃতদেহ সরাতে পারেনি। এই ফ্ল্যাটেরই অন্য কোথাও গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

এরপর তারা কি করবে। তাদের করণীয় কি? জিমি জিজ্ঞাসা করল। এখান থেকে ছুটে পালাবে, না, প্যাটের ফ্ল্যাটে গিয়ে পুলিশকে ফোন করবে নাকি রাস্তায় পেট্রোল ম্যানকে ডেকে আনবে? আবার ভালো পেট্রোল ম্যানের পিছনে অযথা ছোটাছুটি না করে প্যাটের ফ্ল্যাটে গিয়ে ফোন করাই উচিত। তাতে সংবাদদাতার নাম উদ্ধার করা যাবে। এরপর দ্রুত পুলিশী ব্যবস্থাও হবে। যাতে আততায়ী মৃতদেহ সরিয়ে ফেলতে না পারে। এবার তবে যাওয়া যাক।

ফিরে যাবার জন্য প্রস্তুত হতেই কিচেনের পথে পা বাড়াল আর সঙ্গে সঙ্গে বাধা পেল ভেনোডেনের কাছ থেকে।

ও পথে নয় বন্ধু। তারা এখন মিসেস গ্রান্টের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায় চোরের মতো পিছন দরজা দিয়ে যায়, বুক ফুলিয়ে সামনের দরজা দিয়ে না গিয়ে। আর রাতের চোরেরা লিফট ব্যবহার করবে না।

বেরোতে যাবার উপক্রম করতেই হঠাৎ দরজার সানে দাঁড়িয়ে পড়ে ইতস্ততঃ করল সে।– কি হলো জিমি আবার দাঁড়ালে কেন? প্রশ্ন করলো ভেনোড়েন।

ভেনোডেনের প্রশ্নে জিমি বললো, তাদের এই ভাবে এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত হবে না। পুলিশ না আসা পর্যন্ত একজন এখানে থেকে সবকিছু না হয় করা উচিত।

ভেনোডেন বলল–কথাটা নেহাতই মন্দ বলো নি। মনে মনে তার প্রশংসার তারিফ করলো। ভেনোডডেন বলল, সে ঠিকই বলেছে, জিমিকে সেখানে রেখে ভেনোডেন প্যাটের ফ্ল্যাটে গিয়ে পুলিশ স্টেশনে ফোন করে আসবে। সে যাবে আর আসবে। বলে যেতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল ভেনোডেন। ভাবল ফ্ল্যাটে একজন মহিলার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। সেটা আগলে রাখতে হয়তো জিমির ভয় হতে পারে।

উত্তেজিত হয়ে জিমি বলল, মরা মানুষকে তার কোন ভয় করে না। জীবন্ত মানুষ যে কোন মুহূর্তে হিংস্র হয়ে উঠতে পারে। এমনকি মানুষ খুনও করতে পারে। ঘাতক কোন কিছু শিকারের বাছবিচার করে না। কখনই চিন্তা করে না, তার সঙ্গে শিকারের সব মানুষের মধ্যে একটা পশুশক্তি আছে। নিষ্ঠুর দানব লুকিয়ে থাকে। তারাই হয়ে ওঠে বশে

দানব নিষ্ঠুর ঘাতক। বন্ধু, সে নিশ্চিন্তে থাকতে পারে। মৃতদেহটি তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। দেরী না করে তাড়াতড়ি কাজ সেরে আসুক।

এক মুহূর্ত দাঁড়াল না ভেনোডেন। দুটি সিঁড়ি এক ধাপ এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠে এল সে, ফোর্থ ফ্লোরে প্যাটের ফ্ল্যাটের সামনে। তেমনি দ্রুত হাতে টিপল বেল জোরে জোরে। এরকম ঘন বেল সে আগে কখনও টেপেনি। প্যাট বিস্মিত। তাড়াতাড়ি কিচেনে থেকে প্যাট দরজা খোলার জন্য বেরিয়ে এলো। দরজা খুলতেই ভেনোডেনকে এত উত্তেজিত অবস্থায় দেখে প্যাটের সুন্দর মুখে একটা কালো ছায়া নেমে এল। তার সমস্ত রূপ নিমেষে বুঝি উধাও হয়ে যায়। প্যাট তার নোংরা হাত মুখে নিয়ে মুখে নিয়ে গালে গাল রাখে। তার মুখটা তখন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। রক্ত। কে যেন চোপার দিয়ে বুঝি বা শুষে নিয়েছে। বিস্ময়ে তার চোখ দুটি বিস্ফারিত।

ভেনোডেন একা একা ফিরে এলো। জিমি কোথায়? সেই মুহূর্তে তাকে রহস্যময় পুরুষ বলে মনে হয়। এমন সিরিয়াস প্যাটকে আগে দেখেনি।

অধৈর্য হয়ে প্যাট জিজ্ঞাসা করল–চুপ করে আছে কেন সে? কোন বিপদ ঘটেছে কি? প্যাটের হাত দুটো নিজের হাতে নিয়ে ভেনোডেন বলল, না না, জিমির কোন বিপদ হয় নি। ওপরের ফ্ল্যাটে নেহাতই আশ্চর্যজনক ঘটনা ঘটে গেছে।

আমরা মানে! জিমিও কি তার সঙ্গে ছিল।

হ্যাঁ, ছিল বসে, সায় দিল ভেনোডেন।

তারা কি আবিষ্কার করল?

উত্তরে বলল–এক মৃত মহিলা। শুনে চমকে উঠল। প্যাট হাঁপাতে হাঁপাতে বললো, কি ভয়ঙ্কর। তিনি অজ্ঞান হয়ে যাননি তো?

না, তার প্রাণহীন দেহটা দেখে কেন জানি না তাদের মনে হয়েছে মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয়।

স্বাভাবিক নয়। প্যাটের চোখ আরো বিস্ফারিত হলো। তবে কি তিনি আত্মহত্যা করেছেন? না, সেটাও নয়।

তাকে হত্যা করা হয়েছে নিষ্ঠুর ভাবে। ভেনোডেনকে বলল, এ কি বলছে সে। ভয়ার্ত চোখে তাকায় প্যাট। ভয়ে তার হাত-পা অবশ হয়ে যাচ্ছে।

ভেনোডেন জানে ভয়ঙ্কর ঘটনার খবর সে সহ্য করতে পারবে না, এটা একটা জঘন্য নৃশংস ব্যাপার।

প্যাটের হাতে ভেনোভোনর হাত। স্বেচ্ছায় প্যাট তার হাত দুটো তার হাতের মুঠোয় ধরে রেখেছিল। এমন কি ভয়ে হাত দুটি জড়িয়ে ধরেছিল তখন।

পরক্ষেণই ভেনোডেনের চিন্তা ভাবনা জিমি ফকনারেকে ঘিরে ধরে। জিমির কথা তার মনে পড়ে যায়। সে এখন নীচের ফ্ল্যাটে। সে ঘরে অপেক্ষা করছে। এই বোধটা তাকে চিন্তিত করে তুলল। একজন মৃতদেহ আগলে বসে রয়েছে। আর সে এসে রোমান্স করছে বান্ধবীর সঙ্গে।

বাস্তবে ফিরে এল ভেনোডেন। প্যাটের ধরা হাত ছাড়াবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। বললো, প্রিয়তমা প্যাট, এখনি তাদের পুলিশে ফোন করা প্রয়োজন।

তারা কথা বলছিল প্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে। তোনোডেন তখন প্যাটের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করেনি।

প্যাটে তাকে পথ করে দিলো। প্যাটের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করতে যাবে ঠিক সেই সময় অপরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। আগন্তক বলল–মঁসিয়ে ঠিকই বলেছেন মাদমোয়াজেল, তাকে পুলিশে খবর দিতে দিন। তারা যখন পুলিশের আগমনের জন্য অপেক্ষা করবেন সেই ফাঁকে তাদের তিনি সহযোগিতা করবেন।

ফ্ল্যাটে প্রবেশ করার জন্য এগোতে গিয়ে সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তারা। তারা পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল অজানা কণ্ঠস্বর কোথা থেকে আসছে, দেখার জন্য তখনি তাদের নজর পড়ল ফিফথ ফ্লোরের উপর সিঁড়ির প্রথম ধাপে একজন লোককে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার নীচে নেমে এলেন।

প্রকাণ্ড পুরু গোঁফ। ডিম্বাকার মুখ। ছোটখাটো মাপের লোকটির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো তারা। পরনে উজ্জ্বল ড্রেসিং গাউন। পায়ে এমব্রয়ডারি করা স্লিপার। অতি বিনীত ভাবে প্যট্রিসিয়ার দিকে মাথা নত করে বললেন যে মাদমোয়াজেল, তিনি উপরের ফ্ল্যাটের একজন ভাড়াটে। সিঁড়ি দিয়ে নামা উঠার সময় তাদের দেখা হয়েছে কিন্তু আলাপ করা সুযোগ ঘটেনি।

তাকে থামিয়ে দিয়ে প্যাট বলে উঠল-আলাপ না হওয়াটা দুর্ভাগ্য হতে পারে কিন্তু সৌভাগ্যের কথাটা তাদের বোধগম্য হলো।

ভদ্রলোক তার কলার জের টেনে বলেন। জিমি উঁচুতে উঠতে চান, অনেক উঁচুতে এবং তার লক্ষ্য সেখান থেকে লণ্ডনের বড় রাস্তা, পার্ক, হাসপাতাল, বিরাট বিরাট অ্যাপার্টমেন্টের প্রতিটি ফ্ল্যাটের মানুষের গতিবিধি লক্ষ্য করা যাবে। তার কথাটা অসমাপ্ত রেখেই নীরব হয়ে তাকিয়ে রইলেন ভেনোডেনের দিকে। অন্তর্ভেদী দৃষ্টি যেন। সেই দৃষ্টি দিয়ে জিমি যেন মনের খবর বার করে নেন।

কে এই ভদ্রলোক নিজের মনে প্রশ্ন গিয়ে অজান্তে কখন নিজেকে গুটিয়ে ফেলেছিল। পুলিশকে ফোন করার কথাটা ভুলে গেল। তার অবচেতন মনটা খুবই সক্রিয় বুঝি বা একটু বেশী নাকি। তার পরিচয় না জানা গেলেও তার কথাবার্তা, চেহারা, ব্যক্তিত্ব যে ভাবে তাকে ভাবিয়ে তুলেছিল তাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। ভদ্রলোকটি তবে পুলিশের লোক। ইনসপেকটার বা সুপারিটেনডেন্ট এই জাতীয় পদের ব্যক্তি। চিন্তায় ছেদ পড়ল আগন্তুকের কথায়।

জানেন মাদমোয়াজেল, এই অ্যাপার্টমেন্টের তিনি একটা ফ্ল্যাট নিয়েছেন। মিঃ উ. কোনোর এর নামে। কিন্তু তিনি আইরিশ নন। তার জন্য একটা পরিচয় আছে এবং পেশা এই বলে দম্ভের সঙ্গে নিজের ড্রেসিং গাউন থেকে একটা কার্ড বের করে প্যাটের হাতে তুলে দিলেন।

প্যাট সেটা পড়ে দেখল। এরকুল পোয়ারো। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে উঠল, তিনিই মঁসিয়ে পোয়ারো। তার মানে বিখ্যাত গোয়েন্দা। তিনি তাদের সাহায্য করতে চান। তাদের কি সৌভাগ্য তার মতো লোক তারা পেয়েছে।

সেটাই তার একান্ত ইচ্ছে মাদমোয়াজেল। ভাবাবেগে গদগদ হয়ে বলেন এরকুল পোয়ারো, শুনলে তারা আশ্চর্য হবেন আজ সন্ধ্যায় তিনি প্রায় যেচেই তাদের সাহায্য করতে যাচ্ছিলেন।

আজ সন্ধ্যায় সাহায্য করার কথা শুনে প্যাট বলল–সেটা কি ধরনের?

আপনার ফ্ল্যাটে তারা কি করে প্রবেশ করবেন তা নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছেন? যে কোন ভাবে যে যতই শক্তিশালী হোক না কেন খুলতে তিনি ওস্তাদ। নিঃসন্দেহে তাদের জন্য তিনি তালা খুলে দিতে পারতেন। কিন্তু একটা কথা ভেবে তিনি একটু ইতস্ততঃ করেন এবং পিছিয়ে আসেন।

কেন তিনি পিছিয়ে এলেন?

তা করলে তার ওপর তাদের সন্দেহ মতো।

একথা শুনে শব্দ করে হেসে প্যাট বলল–একেবারে বিখ্যাত গোয়েন্দা থেকে কুখ্যাত চোর।

ঠিক সেই ভয়েই তার ইচ্ছের হাতটা গুটিয়ে ফেলেন।

তবে আশঙ্কা অমূলক মঁসিয়ে পোয়ারো, গম্ভীর মুখে বলল প্যাট। বয়লার যেমন হয় বুঝতে পারিনা ঠিক তেমনি আবার প্রয়োজন চোরের কাজ করলেও গোয়েন্দাকে চিনতে ভুল হয় না। বিশেষ করে তিনি যখন গোয়েন্দা।

তার সুন্দর কমপ্লিমেন্টের জন্য ধন্যবাদ মাদামোয়াজেল। এর পর ভেনোডেনের দিকে ফিরে বললেন, মঁসিয়ে, তিনি এখন ভেতরে যেতে পারেন। তার একান্ত অনুরোধ। ভিতরে গিয়ে পুলিশকে ফোন করুন। তিনি নিজের ফ্ল্যাটে চলে যাচ্ছেন।

চলে যেতে থমকে দাঁড়ালেন পোয়ারো। ভেনোডেনের যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। বেচারা বলে নিজের মনে বিড়বিড় করলেন।

নীচু স্বরে কথাটা বললেও প্যাট ঠিক শুনতে পেয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, তিনি ভোনোডনকে বেচারা বললেন কেন?

এখন ভেনোডেনের উপর দিয়ে যে ঝড় না বয়ে যাবে তা বুঝেছেন তিনি। উত্তরে পোয়ারো বললেন, এই রকম লোককে বেচারা বলবেন না, পোয়ারো কেমন যেন রহস্যময় ভাবে কথাটা বলেন।

প্যাট তাকে বলল, শুরুতেই তিনি বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে আলাপ হওয়াটা দুর্ভাগ্য, তারই সৌভাগ্য নয়। তার না, প্যাটদের সকলের।

পোয়ারো বিনীত কণ্ঠে বলেন, আপনাদের মাদমোয়াজেল। বিস্মিত হয়ে প্যাট জিজ্ঞাসা করে, আমাদের? রাগভরা কণ্ঠে প্যাট বলল, কথায় আছে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা আর

পুলিশে ছুঁলে একুশ ঘা আর তাদের সঙ্গে গোয়েন্দা চুলে হাজার রকমের ঝক্কি। এই বলে শব্দ করে হাসলেন তিনি।

প্যাটও তার সঙ্গে তালে তাল দিয়ে হাসলো। কিন্তু হঠাৎ চুপ করে গেলো সে। গোয়েন্দাকে ছুঁলে হাজার রকম ঝামেলা মনে মনে ভাবল, একথা কেন তিনি বললেন, দারুণ চিন্তায় পড়ল প্যাট। তবে কি মঁসিয়ে পোয়ারো তাদের মধ্যে সন্দেহজনক কিছু পেয়েছে। মিসেস গ্রান্টের খুনী হিসেবে তাদের মধ্যে কাউকে সন্দেহ করেন? হঠাৎ মনে হলো এসব তার বোঝার ভুল। কেন তিনি তাদের সন্দেহ করতে যাবেন। নীচের ফ্ল্যাটের মিসেস গ্রান্ট আর যে হোক না কেন তাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। তার পরস্পর পরস্পরের কাছে অচেনা অজানা। তার মৃতদেহ আবিষ্কারের ঘটনাটা দুর্ঘটনা মাত্র। তার জন্য জিমি বা ভেনোডেনকে খুনী সন্দেহ করা আইনের দিকে থেকে ঘোরতর অপরাধ।

.

০৩.

সিঁড়ি বেয়ে পোয়ারোর সঙ্গে নিয়ে থার্ড ফ্লোরে নেমে এলো প্যাট। জিমিকে মিসেস আর্নেস্টিন গ্রান্টের ফ্ল্যাটের সামনে অপেক্ষমান দেখল। জিমির সঙ্গে পোয়ারোকে আলাপ করিয়ে দিল প্যাট এবং তার উপস্থিতির কারণও ব্যাখ্যা করল।

ধন্যবাদ মঁসিয়ে পোয়ারো। জিমি তার অনেক শক্তির কথা শুনেছে। তার বিশ্বাস তার সাহায্য এই খুনের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করবে পুলিশকে।

জিমির দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে পোয়ারো বলেন, আর আপনার জন্য।

সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখে একটু ঘাবড়ে গেলে জিমি। বিখ্যাত গোয়েন্দা এরকুল পোয়ারো কি তাদের কোন ভাবে ধরে নিয়েছে যে তারা মিসেস গ্রান্টের খুনের সঙ্গে জড়িত। আর সেই জন্য তারা সকলে শরণাপন্ন হয়েছে? যদি তিনি এই কথা ভেবে থাকেন তবে তিনি বিরাট ভুল করবেন। তারা তার সাহায্যপ্রার্থী নয়। উপরন্তু তার সঙ্গে আলাপ পর্বটা যে ভাবে প্যাট বলল তাতে মনে হয় তিনিই উপযাচক হয়ে তাদের সঙ্গে আলাপ করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভাবায় গোয়েন্দা তো করো সঙ্গে যেচে আলাপ করেন না। তাই যদি কারো কারো সঙ্গে যেচে পড়ে আলাপ করেন তাহলে ধরে নিতে হবে নিশ্চয়ই কোন সন্দেহের কারণ আছে। কিন্তু ভয়ঙ্কর ব্যাপার, কথাটা যদি সত্যি হয় তবে গোলমেলে ব্যাপার। এবং সেটা নিয়ে যথেষ্ট মাথা ঘামাতে হবে। মনে মনে জিমি ভাবলো, মঁসিয়ে পোয়ারোর মনে হয়তো তাদের সম্পর্কে সন্দেহ করার মতো কোন কারণ নেই। আবার পুলিশ রীতি অনুযায়ী এ কেসে হয়তো প্রত্যেককে সন্দেহ করাটা রুটিনমাফিক কাজ মাত্র। যদি তাই হয় তবে চিন্তার কোন কারণ নেই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচল মনে করেও ভেতরে ভেতরে একটা জড়তা গেল না।

ভয়ে ভয়ে জিমি জিজ্ঞাসা করল, আমাদের কেন সাহায্য করতে চান আপনি?

উত্তরে পোয়ারো বলেন, না, তাদের সাহায্য করার কোন কারণ তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না।

পরেও প্রয়োজন থাকতে পারে?

মৃদু হেসে পোয়ারো উত্তর দিলেন–ঠিক আছে তখন না হয় ডাকবেন। মাদমোয়াজেল তাকে তাদের অভিযানের কথা বলেছেন।

প্যাটের দিকে দ্রুত তাকিয়ে পোয়ারো আবার বলেন, মনে হয় তার মুখ থেকে শুনলে আরো ভালো করে বুঝতে পারবেন ঘটনাটা। সংক্ষেপে তাকে বলতে বলেন।

জিমি তার ও ভেনোডেনের অভিযানের বর্ণনা দিল সংক্ষেপে গোয়েন্দা পোরারোকে। অত্যন্ত গভীর মনোযোগের সঙ্গে তিনি সব কথা শুনলেন। এত গভীর মনঃসংযোগ ছিল যে নিঃশ্বাস নিতে তিনি ভুলে গেছিলেন। শোনার শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি। সেটা তার অভ্যাস। সমস্ত ঘটনার আনুমাণিক বর্ণনা শুনে তিনি তার মানের প্রতিক্রিয়া প্রকাশের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে বোঝাতে চাইছেন। তিনি বুঝতে পেরেছেন, খুনের আসল কারণ কি?

হঠাৎ জিমির ভয় করতে লাগল। সে জানে পোয়ারোর খ্যাতি প্রশ্নাতীত। তিনি যাকে সন্দেহ করবেন প্রশ্নবাণে তাকে জর্জরিত করে তার মুখ দিয়ে অপরাধ স্বীকার করিয়ে নেবেনই। নিজের জন্য সে চিন্তা করে না। করছে পরিচিত লোকজনদের জন্য। তার বন্ধুবান্ধবদের প্রতি তার অটুট বিশ্বাস, তাদের মধ্যে কেউ মিসেস আনেস্টিন গ্রান্টকে খুন করতে পারে না, এই বিশ্বাস তার আছে। সেই মতো কোন কোন ত্রুটি না রেখে বোঝাবার চেষ্টা করলো। সে অস্থির ভাবে পায়চারী করা ছাড়া বিকল্প পথ তার সামনে নেই। আর নিজেকে প্রস্তুত করল পোয়ারোর মুখোমুখি হবার জন্য।

মিঃ জিমি, পোয়ারোর ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেলো জিমি। পোয়ারো জিজ্ঞেস করল, লিফটের দরজা খোলা ছিল তিনিই তো বলেছেন। আর এও বলেছেন যে, ভুলবশতঃ দুজনেই মিসেস গ্রান্টের কিচেনে ঢুকে পড়েছিলেন। কিন্তু আলো জ্বালবার চেষ্টা করলে সুইচগুলি কার্যকরী ছিল না। এবং ভদ্রমহিলার ফ্ল্যাট অন্ধকারে ডুবে যায়। একথাও কি ঠিক।

তাই তো জিমি দেখেছিল। তিনি নিজে দেখেছিলেন নাকি অন্য কেউ তাকে দেখিয়েছিলেন? এই প্রশ্নের অর্থ হলো। অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে বা অপরের চোখ দিয়ে নিজের চোখকে দেখানো। নিজের চোখে বা অপরের চোখ দিয়ে দেখার মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ, তাই না? প্রশ্ন করেন পোয়ারো।

তার কথায় মাথা নেড়ে সায় দেয় জিমি। আর মনে মনে ভাবে পোয়ারো সংখ্যায় অর্ধেকে দাঁড়াবে? ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে মিসেস আনেস্টিনের কিচেনের সুইচ না টিপে ভেনোডেনের কথাটাকেই শিরোধার্য করাটা খুবই ভুল হয়ে গেছে। ভেনোডেন কথাটা মিসেস আর্নেস্টিন গ্রান্টের ফ্ল্যাটের বালবগুলি ফিউজ বলে মন্তব্য করা, এই ঘটনার পরিবেশ, এই ঘটনার বিশ্লেষণ। তাকে এই ভুলের মাসুল কি ভাবে দিতে হবে কে জানে?

জিমি যখন আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন তখন পোয়ারো গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করার পরেই মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে পদার্পণ করলো। কিচেনে ঢুকেই তার প্রথম কাজ হলো সুইচগুলো জ্বালানোর চেষ্টা করা। বোর্ডে আঙুল রাখতেই কিচেনে আলোর বন্যা বয়ে গেল।

জিমিকে উদ্দেশ্য করে পোয়ারো বললেন, তিনি বলেছিলেন না, আপনি অন্যের চোখে দেখেছিলেন কিচেনের আলো জ্বলছে না।

জিমি নিজের চোখেই দেখল যে সুইচ আর বালবগুলি কতটা কার্যকর। কিন্তু তার অনুমান কি, জিজ্ঞাসা করতেই পোয়ারো বলল, জিমি সত্যি কথা বলেনি, তার বন্ধু ভেনোডেনের সঙ্গে দুবার এসে নিজের চোখেই দেখেছিলেন ঘরটা কেমন আলোয় ভরে গেল।

প্রতিবাদ করে জিমি বলল, তার মানে তিনি তাকে সন্দেহ করছেন?

প্রত্যেককে সন্দেহ করা তাদের রীতি। তার যে পেশা তাতে কাউকেই সন্দেহ না করে উপায় নেই। এমন কি প্যাট্রিসিয়া তার মতো ভাড়াটিয়া হলেও তার গতিবিধি জানা থাকলেও তাকে সন্দেহ করতে হয়। এবার প্যান্টের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কোন ভুল করেছেন?

আমাকে আপনি? বলে বিস্ময় প্রকাশ করল প্যাট।

উত্তরে পোয়ারো বলেন, সেই রকম কোন কারণ এখনও ঘটেনি। তবে আগে তাকে বলে দিলেন, গোয়েন্দা পুলিশের চোখে সবাই অপরাধী। আবার এখন থেকে সবার রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারেন। মাদমোয়াজেল, আপনার। মিঃ জিমি আপনার। আপনাদের বন্ধু মিঃ ভেনোডেন বেইলি, এমন কি মাদমোয়াজেল লিড্রেডের।

ঘরে নেমে আসে জমাট নীরবতা। সেই জমাট নীরবতা ভঙ্গ করে একটা নাক ডাকার আওয়াজ কানে এল।

আর অস্ফুট স্বরে বললেন পোয়ারো, এতক্ষণে একটা পরিবেশ পাওয়া গেল।

কিচেন পেরিয়ে একটা ছোট প্যাস্ট্রির সামনে হাজির হলেন পোয়ারো। ছোট্ট একটা দরজা। দরজা খুলে সুইচ টিপে দেখে একটা কুকুর থাকার বাসস্থান হিসেবে তৈরী করেছে ফ্ল্যাট মালিক। মেঝের মস্ত জায়গা জুড়ে রয়েছে একটা খাট। বিছানায় শুয়ে রয়েছে সুন্দর চিবুকের একটি মেয়ে। মুখটা পিছন দিকে ফেরানো। মুখটা ভোলা। শান্ত ভাবে নাক ডাকছে সে।

ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এলেন পোয়ারো। অন্যরা তাকে অনুসরণ করল।

বললেন, পুলিশ না আসা পর্যন্ত তাকে জাগানো হবে না।

এরপর তিনি বসার ঘরে চলে গেলেন। তাদের সঙ্গে ভেনোডেনের দেখা হলো।

পুলিশ এখুনি এসে পড়বে। তারা যেন কেউ কিছু স্পর্শ না করে।

তারা কিছুই স্পর্শ করবে না। মাথা নেড়ে সায় দেন পোয়ারো। নেতিবাচক উত্তর দিলেন পোয়ারো–তারা কেউই স্পর্শ করবে না। শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ করবে। এরপর ঘরের চারদিকে দেখতে থাকেন তিনি।

মিলড্রেড ভেনোডেনের সঙ্গে এসে উপস্থিত হলো। চারজন যুবক যুবতী গভীর আগ্রহ সহকারে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করল। মুখে তাদের কোন শব্দ নেই। আচমকা মনে হলো তারা যেন পোয়ারোর কর্মপদ্ধতিতে সম্মোহিত হয়ে গেছে। তার কাজের প্রতিবাদ বা আপত্তি জানানোর ভাষা হারিয়ে ফেলেছে।

পোয়ায়োর মন্তব্যটা আমাদের কাছে সবাই অপরাধী আবার সবাই নির্দোষ হতে পারেন। এই জাতীয় উক্তিগুলো তাদের রাতের ঘুম কেড়ে নেবার পক্ষে যথেষ্ট। প্রত্যেকে দুশ্চিন্তামুক্ত হবার পথ খুঁজতে লাগল।

একটা ব্যাপার ভেনোডেনের মগজে কিছুতেই ঢুকছে না, যেখানে মৃতদেহটা পড়ে রয়েছে সেটার ধারেকাছে পর্যন্ত যায়নি। তবুও কি করে তার হাতে রক্ত লাগল? সপ্রশ্ন গলায় বলল তোনোডেন।

প্রিয় তরুণ বন্ধু, আয়নায় সামনে গিয়ে দাঁড়ালেও তিনি দেখতে পাবেন এর উত্তরটা রয়েছে তার মুখে। বিস্ময়াবিষ্ট চোখে তিনি যেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন সেটার কি রং।

তির্যক ভাবে প্রশ্ন করেন পোয়ারো, কিন্তু একটা ব্যাপারে তিনি জোর দিয়ে বলতে পারেন ভদ্রমহিলা খুন হবার আগে তার রং আর যাই থাকুক না কেন লাল ছিল না। আর নিঃসন্দেহে বলতে পারেন টেবিলটার উপর হাত রেখেছিলেন। ভালো ভাবে খেয়াল করে দেখুন তো?

হ্যাঁ, তিনি তাই করেছিলেন। উত্তরটা যেন তার জানাই ছিল। এমন ভাবে উত্তর দিল সে।

মাথা নেড়ে পোয়ারো বলল, আর তিনি টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে এবং তার উপর গভীর লাল দাগ টেনে দিয়েছিলেন।

এটাই তার অপরাধের চিহ্নিত হয়। দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেন–পরে মৃতদেহটা সরিয়ে ফেলা হয়।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘরের চারদিকে নজর বুলোত লাগলেন। একপাও নড়ল না তা সত্ত্বেও তাদের চারজনের ধারণা তার তীব্র দৃষ্টির সামনে অদেখা কিছুই রইল না।

এরকুল পোয়ারোর হাবভাবে বোঝা গেল তাদের অনুমান মিথ্যে নয়। তৃপ্তির সঙ্গে মাথা নাড়ার সঙ্গে একটা ছোট্ট দীর্ঘশ্বাসও তিনি ফেললেন। আমি দেখতে পাচ্ছি বলে হঠাৎ হেসে ফেললেন।

কৌতূহল চাপতে না পেরে ভেনোডেন বলল, কি দেখতে পেলেন তিনি?

পোয়ারো কথার জের টেনে বলল, আপনারা যা নিঃসন্দেহে অনুভব করেছেন ঘরটা ফার্নিচারে ঠাসা।

দুঃখের মধ্যেও হাসলো ভেনোডেন। এ বিষয়ে তর্কের খাতিরে একটা দর কষাকষি করেছিল। প্রথমে আসতে রাজী হয়নি স্বীকার করলে সে। প্যাটের ঘরের তুলনায় এই

ঘরের সব কিছুই আলদা। কিন্তু প্রথমে অসুবিধা হলেও এখন বোঝা যাচ্ছে সব কিছুই ছিল।

না সব কিছুই নয়, বাধা দিয়ে উঠলেন।

প্রশ্নভরা চোখে তাকালো ভেনোডেন।

কৈফিয়ত দেবার ভঙ্গীতে পোয়ারো বলেন, কিন্তু কিছু জিনিস সবসময় নির্দিষ্ট থাকে। যেমন, দরজা, জানালা, ফায়ার প্লেস, এখানে যা রয়েছে নীচের ফ্ল্যাটেও তাই থাকবে।

মিলড্রেড বলল, সেটা কি একেবারে চুলচেরা হিসাব হয়ে গেল না।

হ্যাঁ, কেন স্থির পরিসংখ্যান দিতে গেলে সঠিক তথ্য দেওয়া উচিত। তারই একটা ছোট্ট উদাহরণ। এরপরেও কি বলা যায় সেটা নিছক খ্যাপামী।

মিলড্রেড কি বলতে গিয়ে থেমে যায়। চুপ করে কান খাড়া করে রইল সবাই।

সিঁড়িতে বেশ কয়েক জোড়া পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই তিনজন নোক ঘরে এসে উপস্থিত হলো। তাদের মধ্যে একজন পুলিশ ইনসপেক্টর, একজন কনস্টেবল, একজন ডিভিসনাল সার্জেন।

পুলিশ ইনসপেক্টর পোয়ারোকে চিনতে পারলেন। এগিয়ে এসে সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালেন। তিনি অন্য সাথীদের দিকে এক এক করে তাকালেন।

ইনসপেক্টরের সঙ্গে সবার পরিচয় করিয়ে দিলেন পোয়ারো। পরিচয় পর্ব শেষ হবার পর সবার দিকে ফিরে তাকালেন ইনসপেক্টর। বললেন, আপনাদের সবার জবানবন্দী তিনি নিতে চান।

তার কথায় বাধা দিয়ে পোয়ারো বলেন, তার একটা ছোট আর্জি ছিল।

বেশ তো বলুন বলে সম্মতি জানালেন পোয়ারো।

তাঁর এখানকার জবানবন্দী নেওয়া শেষ হলে তারা ফিরে যাবেন ফোর্থ ফ্লোরে মিসেস প্যাট্রসিয়ার ফ্ল্যাটে। প্যাটের দিকে তাকিয়ে ইনসপেক্টর বলেন, এই ভদ্রমহিলাকে দেখা যাচ্ছে যিনি একটু আগে ব্যস্ত ছিলেন তাকে তিনি অনুরোধ করেছেন প্রত্যেকের জন্য একটা করে ওমলেট তৈরী করতে। পোয়র বলেন, তিনি ওমলেটের খুব ভক্ত। তাই মঁসিয়ে ইনসপেক্টর তার এখানকার কাজ শেষ হলে তিনি বরং ওপরের তলায় গিয়ে যাকে যা প্রশ্ন করার করবেন।

পুলিশ ইনসপেক্টর পোয়ারোর প্রস্তাবে সম্মতি জানালেন।

মিঃ এরকুল পোয়ারো চারজন যুবক যুবতীকে নিয়ে ফিরে গেলেন প্যাটের ফ্ল্যাটে।

চারজন যুবক যুবতী

০৪.

চারজন যুবক যুবতীকে নিয়ে পোয়ারো চলে গেলে ইনসপেক্টর তার দুই সঙ্গী কনস্টেবল এবং ডিভিশনাল সার্জেনকে নিয়ে তাদের তদন্তে কাজে লেগে গেলেন।

ডিভিশনাল সার্জেনকে নির্দেশ দিলেন ভদ্রমহিলার মৃত্যুর কারণের সময় নির্ধারণ করতে। সে হাঁটু মুড়ে মৃতদেহের পাশে বসে মৃতার একটা হাত ধরে নাড়ী দেখতে লাগলেন। যদিও তিনি মৃত তবুও পুলিশী নিয়মানুযায়ী মৃতার নাড়ী টিপে দেখতেই হয়। সত্যি সে মৃত কিনা। অনেক সময় দেখা গেছে ডাক্তার মৃত ব্যক্তির ডেথ সার্টিফিকেট দেবার তিন ঘণ্টা পরে তার প্রাণ আবার ফিরে আসতে দেখা গেছে। নাড়ী টিপে দেখল যে, ভদ্রমহিলা যে মৃত তাতে কোন সন্দেহ নেই। তার মৃত্যুর কারণ হলো খুব কাছ থেকে তাকে গুলি করে মারা হয়েছে। গুলিটা ফুসফুস বিদ্ধ হয়েছে।

ডিভিশনাল সার্জেন তার পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট লিখে নেয়।

এবার পুলিশ ইনসপেক্টর স্বয়ং তার দেহ পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হলেন। একটা ছবিও তোলা হলো। ছবিটা হলো মৃতব্যক্তির ঘরের আসবাবপত্রের বিশেষতঃ সেন্টার টেবিলের। টেবিলে পাতা রক্তমাখা টেবিল ক্লথ তিনি চালান করলেন তার ব্রীফকেসে। সেটিকে ফরেনসিক বিভাগে পাঠাতে হবে যদি সেটার ওপর আততায়ীর কোন হাতের ছাপ পাওয়া যায়। তার অনুমান খুন করার পর রক্ত মোছর জন্য এই টেবিল ক্লথটি খুনী ব্যবহার

করেছে। এই টেবিল ক্লথের কাছে গুলি করার পরে মৃতদেহটিকে জানালার ধার সরিয়ে ফেলা হয়।

অন্যদিকে প্যাটের ফ্ল্যাটে তখন জোর কদমে মিঃ পোয়ারোর সঙ্গে আলোচনা চলছিল। পোয়ারো তাদের একের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছিলেন। নিজের কার্য সিদ্ধির কখনও তাদের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন আবার প্রয়োজন মতো নিজের প্রশ্ন রাখছিলেন। তারা তাদের সাধ্যমতো উত্তর দিয়ে চলছিল।

মঁসিয়ে পোয়ারো, প্যাটের মনে হলো, তিনি একজন নিখাদ ভালো মানুষ, তাদের অতি আপনজন। তার মধ্যে নেই কোন ভড়ং, নেই কারচুপি বা শঠতা, যখন যা মনে আসে তখন তা বলে ফেলেন। এই ধরনের মানুষজন তার খুব পছন্দ। তার মতো মানুষের জন্য সব কিছু করা যায়। তাই সে মঁসিয়ে পোয়োররাকে একটা চমৎকার ওমলেট উপহার হিসাবে খাওয়াল।

অনেকক্ষণ প্যাটের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন পোয়ারো। প্যাট লজ্জায় মাথা নত করল।

তার লজ্জায় নত মুখ দেখে হাসি পেল পোয়ারোর। মনে মনে ভাবলেন, সব মেয়েদেরই এক রূপ পুরুষদের দৃষ্টির পড়লে সে যত সুন্দরী বা যত স্মার্ট হোক না কেন লজ্জা ঢেকে রাখতে পারে না।

ঠিক আসে সেই ভালো বলে পোয়ারো একটু গলা কেশে বললেন, জানেন মাদমোয়াজেল, ঠিক তার মতো একজন সুন্দরী ইংরাজি তরুণীকে তিনি ভালোবেসেছিলেন। কিন্তু তার

দুর্ভাগ্য যে, সে প্যাটের মতো রন্ধন পটিয়সী ছিল না। তাই মনে ভাবলেন যা কিছু ঘটেছে তা ভালোর জন্য ঘটেছে।

কৌতূহলী হয়ে তার দিকে তাকায় জিমি ফকনার। হাসি এবং ঠাট্টা করে সে পোয়ারোর কথাটা হালকা করতে চাইল। পরে সবাই দুঃখ ভুলে গেল।

প্যাটের পরিবেশন করা ওমলেট খেয়ে সবাই প্রশংসায় পঞ্চমুখ। তখন পুলিশ ইনসপেক্টরের পায়ের আওয়াজ শোনা গেল। কনস্টেবলকে মৃতদেহের সামনে রেখে ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে ইনসপেক্টর উপরে এলেন।

পোয়ারো জিজ্ঞাসা করলেন, মঁসিয়ে রাইস, কি রকম মনে হলো কেসটা?

উত্তম প্রস্তাব মঁসিয়ে পোয়ারো। খুব পরিষ্কার কে বলেই মনে হচ্ছে। খুব একটা অসুবিধায় পড়তে হবে না। তবে খুনীকে ধরতে খুব বেগ পেতে হবে। এখন প্রশ্ন হলো যে কি ভাবে মৃতদেহটা আবিষ্কৃত হলো?

ভদ্রমহিলার মৃতদেহ আবিষ্কারের ঘটনার কথা জানতে চাইলে ভেনোডেন ও জিমি পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। বুঝতে পারল পুলিশের কাছে কিছুই গোপন করা যাবে না। আবার বোস কোন কিছু বলা যাবে না। এই জবানবন্দী দেবার ব্যাপরে খুব সতর্ক এবং সংগঠিত হতে হবে তাদের।

অন্যদিকে ইনসপেক্টর তখন ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন প্যাটের দিকে। বললেন, মিস তার লিফটের দরজা খুলে রাখা উচিত কাজ হয়নি।

প্যাট ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গীতে বলল, সে মিঃ রাইসকে কথা দিচ্ছে ভবিষ্যতে এই ধরনের ভুল আর কখনো করবে না। ভয়ার্ত কণ্ঠে বলল, নীচে ফ্ল্যাটে মিসেস গ্রান্টের মতো কেউ তার ফ্ল্যাটে ঢুকে তাকে খুন করে যেতে পারে।

কিন্তু তারা লিফটে আসেনি। প্যাটের হয়ে জবাব দিলেন মিঃ পোয়ারো। তাই নাকি? এটা কি তার আবিষ্কার মঁসিয়ে রাইস। তিনি যদি তার মূল্যবান আবিষ্কারের কথা খুলে বলেন সবাইকে তবে খুব উপকার হবে।

আমার যতটুকু জানা উচিত ছিল। বলতে হবে তিনি তা জানতে ব্যর্থ। কিন্তু তার মুখ দেখে বোঝা যাচ্ছে তিনি এই ব্যাপারে আলোকপাত করতে পারবেন মঁসিয়ে পোয়ারো।

সেটাই হবে যথাযথ-উত্তরে বলেন পোয়ারো। অবার এইসব যুবক যুবতীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য পাবার জন্য তাদের প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে।

ইনসপেক্টর রাইস বললেন, সংবাদপত্রগুলি মিসেস গ্রান্টের মৃত্যুর সংবাদটা ঠিক পেয়ে যাবে। এই কেসের ব্যাপারে কোন গোপনীয়তা নেই। নিশ্চিত হবার জন্য পোর্টরাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান। পোর্টার মিসেস গ্রান্টের শনাক্ত করেছে। ভদ্রমহিলার বয়স বছর পঁয়ত্রিশ হবে।

ভদ্রমহিলাকে কোথায় কি ভাবে খুন করা হলো তার কি কোন হদিস পেয়েছেন ইনসপেক্টর রাইস। জিজ্ঞাসা করেন পোয়ারো।

সহজ ভঙ্গিতে ইনসপেক্টর রাইস বলেন, ঘটনাটা ওইরকম–টেবিলের সামনে বসেছিলেন ভদ্রমহিলা। তার বিপরীত দিকে যিনি বসেছিলেন সেই একটা ছোট ক্যাসিবারের পিস্তল দিয়ে তাকে গুলিবিদ্ধ করে। টেবিলের এপার আর ওপার। দূরত্ব খুবই কম। তাই নিশানা ছিল অব্যর্থ। গুলিবিদ্ধ হওয়া মাত্র তিনি টেবিলের উপর উপুড় হয়ে পড়েন। তাতেই টেবিল ক্লথের উপর রক্তের দাগ লাগে।

মিলড্রেড জিজ্ঞাসা করল, তাই যদি হয় তবে গুলির আওয়াজ কেউ কেন শুনতে পেল না?

সেই পিস্তলে সাইলেনসার লাগানো ছিল। তাই কেউ গুলির আওয়াজ শুনতে পায়নি। যখন তারা তার পরিচারিকাকে বললেন তার গৃহকত্রী মারা গেছেন তখন সে বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়ে ছিল। পরিচারিকা ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে যাবার সময় কোন কর্কশ আওয়াজ সে কি শুনতে পেয়েছিল?

সম্ভবতঃ না। তিনি আগেই বলেছিলেন যদি পিস্তলের আওয়াজ শোনা না যায় তবে দরজা বন্ধ করার সময় কোন আওয়াজ শোনা যেতে পারে না।

পরিচারিকার কথা উঠতেই পোয়ারোর মনে পড়ে যায় প্যাস্ট্রিতে শুয়ে থাকা মেয়েটির কথা। যাকে তিনি পুলিশ আসার আগে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে চান নি।

তার মনের কথাটা হঠাৎ প্রকাশ করলেন পোয়ারো-মিঃ রাইস, পরিচারিকা মেয়েটি কোন কথা বলেনি তাকে?

উত্তর দিলেন মিঃ রাইস-সন্ধ্যার সময় তার বাজার যাবার কথা। সেইমতো মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাট থেকে সে বেরিয়ে যায়। তার একটা নিজস্ব চাবি ছিল। রাত প্রায় দশটার সময় সে ফিরে এসে দেখে তার গৃহকত্রীর ফ্ল্যাট নিঃঝুম। তাই সে ভাবলো তার গৃহকত্রী শুয়ে পড়েছেন।

তাহলে বসার ঘরের দিকে সে তাকিয়ে দেখেনি।

হ্যাঁ, দেখেছিল নিশ্চয়ই। সান্ধ্য ডাকে আসা চিঠিগুলো সংগ্রহ করে সেখান থেকে। কিন্তু কোন অস্বাভাবিকতা সে দেখতে পায়নি। তার মনে হয় খুনী অত্যন্ত চতুর। পর্দার আড়ালে মৃতদেহ লুকিয়ে রাখে। যাতে কোন খুঁত না থাকে।

কিন্তু তার কি মনে হয় না এটা খুবই রহস্যজনক? পোয়ারো জিজ্ঞেস করল। এই কাজের পিছনে কোন গুঢ় অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে। অভিসন্ধিটা জানতে পারলেই খুনীকে ধরা সম্ভব হবে।

শান্ত মার্জিত সংযত হয়ে পোয়ারোর কথার মধ্যে এমন কিছু ছিল যা ইনসপেক্টরকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

সে তার পালাবার রাস্তা ঠিক না হওয়ার পর্যন্ত মৃতদেহ পর্দার আড়ালে লুকিয়ে রেখেছিল। হ্যাঁ, সেটাই হবে। সম্মতি সূচক উত্তর দিলেন পোয়ারো। পরিচারিকার জবানীতে শোনা যায় বিকেল পাঁচটায় মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাট থেকে সে বেরিয়ে যায়। ডাক্তারের মতে প্রায় চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা আগে।

কম কথার মানুষ ডাক্তার ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে সম্মতি জানাল।

তারপর ঘড়ির তাকিয়ে দেখল পৌন বারটা বাজে। তারপর পকেট থেকে একটা চিরকুট বের করল।

মৃত ভদ্রমহিলার পোশাকের পকেট থেকে সেটা পাওয়া গেছে। সেটা হাতে নিয়ে দেখতে কোন বাধা নেই পোয়ারোর। তার উপর হাতের কোন ছাপ নেই।

চিরকুটটা হাতে নিয়ে মেলে ধরলেন পোয়ারো। ছোট ছোট গোটা গোটা অক্ষরে ছাপানো আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসব।

.

০৫.

বেশ কয়েকবার চিরকুটের লেখাটা দেখলেন। নীচে প্রেরকের নামের আদ্যক্ষর জে.এফ.। চারজনেই শুনতে পারে এমন ভাবে বলেন তিনি–জে.অফ.। সবার দৃষ্টি গিয়ে জিমি ফকনারের উপর পড়লো। জে. এফ. অর্থাৎ জিমি ফকনারই কি তাহলে পত্রপ্রেরক।

হঠাৎ জিমির মুখটা কেমন পাংশু হয়ে গেল। অপর তিনজন যুবক তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। দুচোখে তাদের ঘৃণা আর সন্দেহ। জিমির অবস্থা ফাঁসীর আসামীর মতোন। বিচারের আগেই সে খুনী চিহ্নিত হয়েছে।

ছিঃ ছিঃ, জিমি। মনে মনে তারা এই বলছিল। সে ঘৃণা, সমাজের কলঙ্ক, সে তোদের বন্ধু হবার অনুপযুক্ত।

ফুঁসে উঠে প্যাট বলল, কেন, যে মিসেস গ্রান্টকে খুন করল, তিনি তার কি করেছিলেন?

কৈফিয়ত চেয়ে মিলড্রেড বলে–তার সঙ্গে তো জিমির কোন পরিচয় ছিল না। তবুও কেন অপরিচিতাকে খুন করতে গেল।

তাদের প্রতিক্রিয়া দেখে মনে হাসলেন পোয়ারো। দীর্ঘদিনের বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও তারা চিনতে পারেনি কিন্তু আজকে একটা সূত্র হাতে পেয়েই কেমন সোচ্চার হয়ে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাচ্ছে।

সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার এই নামের আদ্যাক্ষর দুটি–জে.এফ., জিমি ফকনার না অন্য কিছু? কিন্তু তার অনুমানও মিথ্যে হয় না।

এই চিরকুটের প্রেরক জানত না, মিসেস গ্রান্ট তার পোশাকের তলায় চিরকুটটা রেখে দিয়েছিলেন। বললেন, হয়তো খুনী ভেবেছিলো সেটা সে নষ্ট করে থাকবে। তবে দেহটা পোস্টমর্টেম করতে নিয়ে যাবার সময় পিস্তলটা পাওয়া যায়। একটা সিল্কের রুমাল দিয়ে সেটার উপর থেকে হাতের ছাপ মুছে ফেলা হয়। তাহলে বোঝা যাচ্ছে মঁসিয়ে পোয়ারো, খুনী কত সাবধানী। সে সম্ভবত তার মৃতদেহটাও সরিয়ে ফেলত। যদি না বেইলার এবং ফকনার মিসেস প্রান্টের ফ্ল্যাটে এসে পড়ায় তার মৃতদেহটাকে সরিয়ে ফেলতে পারেনি।

তা না হয় মেনে নেওয়া হোক মঁসিয়ে রাইস কিন্তু কি করে বুঝলেন খুনী সিল্কের রুমাল নিয়ে হাতের ছাপ মুছে ফেলেছে।

কারণ সেই রুমালটার সন্ধান তারা পেয়েছেন। বিজয়ীর মতো উল্লসিত হয়ে বললেন তিনি। যখন খুনী পর্দার আড়ালে মৃতদেহ ঢাকার চেষ্টা করছিল তখন অন্যমনস্ক ভাবে তার দৃষ্টি এড়িয়ে পড়ে যায়।

একটা বড় আকারের সিল্কের রুমাল। রুমালের মাঝখানে একটি চিহ্ন ছিল, যেটা সহজেই পড়া যায় এবং পরিষ্কার বোঝা যায়। রুমালের মাঝখানে একটা নাম পড়লেন পোয়ারো–জন ফ্রেজার।

ইনসপেক্টর বলেন, ঠিক তাই। এই নামের লোকটিকে তাদের খুঁজে বার করতে হবে। লোকটিকে বার করা গেলে বোঝা যাবে মৃত মহিলার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক।

সন্দেহ নিয়ে পোয়ারো বলেন, ব্যাপারটা তাই কি? তার আশঙ্কা তিনি যা ভাবছেন তা সত্যি নয়। আপাতদৃষ্টিতে যে রুমালের ওপর নাম লিখেছে সেই রুমালটা দিয়ে পিস্তলের ওপর তার নামের ছাপ মুছে দিয়ে অপরাধের চিহ্ন লুপ্ত করতে পারত। কিন্তু তা সত্ত্বেও খুনীকে চতুর সতর্ক ব্যক্তি হিসাবে ধরা যায় না। যেহেতু তার নাম লেখা রুমালটা সে হারিয়ে ফেলেছে এবং সেটা পরবর্তী হাতে না পৌঁছায় চেষ্টা করা, তার একবারও মনে হয়নি। সেই চিরকুটটা পুলিশের হাতে পড়লে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে।

তালগোল পাকানো ব্যাপার, বললেন, ইনপেক্টর রাইস। খুনীর সম্পর্কে তার মত পাল্টাতে হচ্ছে। ধন্যবাদ মঁসিয়ে তিনি তার চোখ খুলে নিয়েছেন।

এখনও পুরোপুরি চোখ খুলতে পারিনি। কেবল চোখের পাতা উল্টে দিয়েছেন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে মঁসিয়ে রাইস তার কাছ থেকে তাঁর একটা ধন্যবাদ পাওনা রইল।

পোয়ারোর কথার উত্তরে ইনসপেক্টর বলেন, তিনি প্রতিমুহূর্তে ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। একটু থেমে আবার বলেন–সব কিছু কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে।

তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে। তা পাকিয়ে দিচ্ছে খুনীটা।

ইনসপেক্টর আর ভাবতে পারছেন না। হতাশ হয়ে বললেন, এখন থেকে পোয়ারো যা বলবেন তাই তিনি শিরোধার্য করে রাখবেন।

পোয়ারো বললেন, আপনাদের ব্যাপার হলো, এই বিল্ডিংয়ে খুনীকে কেউ ঢুকতে বা বেরোতে দেখেনি। তবে কি নোকটা হাওয়ার মিলিয়ে গেল?

এই ব্লিডিং-এ অত বড় বড় সব ব্লক। কত লোক আসছে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে কেউ কি দেখেনি খুনীকে? মিস গারনেট, মিস মিলড্রেড, মিঃ ফকনার, মিঃ বেইলি? কেউ তাকে ফ্ল্যাট থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেনি। আশ্চর্য ব্যাপার।

কৈফিয়ত দেবার সুরে প্যাট বলল, এতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। আজ তারা একটু তাড়াতাড়ি প্রায় সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ বেরিয়ে যায়।

অন্য দিকে জিমিকে বেশ প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল। চিরকুটে লেখা নামের আদ্যাক্ষর জে. এফ. দেখে হতাশায় ভেঙে পড়েছিল সে। এই শব্দ দুটি তাদের বন্ধুত্বের মধ্যে বিরাট ফাটল

ধরিয়েছিল। তারা তার প্রতি সন্দিহান হয়ে পড়েছিল। এখন আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। কারণ খুনীর ব্যবহৃত রুমাল থেকে জানা গেছে তার নাম জন ফ্রেজার। এখন পুলিশ জন ফ্রেজারকে সন্দেহ করবে তাকে নয়। বন্ধুরা তার দিকে খুনী বলে আঙুল তুলবে না। আবার গলা জড়িয়ে ধরে তারা মনের আনন্দে গান গেয়ে বেড়াবে শুধু।

প্যাটের ফ্ল্যাটের দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে পোয়ারো বললেন, একবার তিনি নীচের ফ্ল্যাটটা পরীক্ষা করে দেখতে পারেন?

কেন পারবেন না মঁসিয়ে পোয়ারো। আর এটাকে তিনি কেন অনুগ্রহ বলছেন? তার যে কোন সাহায্য তাদের কাছে অনুপ্রেরণা হিসাবে চিহ্নিত হয়। তার প্রতিটি কর্মধারা বিশ্লেষণকে তারা তাদের আদর্শ বলে মনে করেন। তাই মঁসিয়ে পোয়ারো যদি কিছু চেয়ে অনুগ্রহ বলে মনে করেন তাহলে তাদের ছোট করা হবে।

এটা তার মহানুভবতার পরিচয়। মঁসিয়ে পোয়ারো, তারা প্রত্যেকেই তাঁর সাহায্যপ্রার্থী ইনসপেক্টর বলেন, তাদের হয়ে তিনি কাজ করতে চাইছেন তাতে তাদেরই উপকার হবে। শুরুতে তিনি বলেছিলেন, এই কেসে মিঃ পোয়ারোর খুব একটা লাভ হবে না। কিন্তু ইনসপেক্টর এখন মনে হচ্ছে, এ কেস শুধু তার হাতে শোভা পায়। তিনি একমাত্র সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করতে পারেন। এই বলে ফ্ল্যাটের একটা চাবি গোয়েন্দা পোয়ারোর হাতে দিলেন।

ফ্ল্যাট একেবারে কঁকা। কোন পরিচারিকা নেই? জিজ্ঞাসা করেন পোয়ারো।

অতবড় দুর্ঘটনা ঘটায় মেয়েটি চলে যায়। ওখানে একা থাকতে তার ভয়।

অসংখ্য ধন্যবাদ, চাবিটা হাতে নিয়ে বলেন পোয়ারো, বোকার মতো কিচেনের দরজা দিয়ে মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে নয় বুক চিতিয়ে সামনের দরজা দিয়ে প্রকাশ্য দরজা দিয়ে ঢোকা ভুল করে। এত রাতে সব বাসিন্দাই ঘুমে অচেতন। সেই সময় এই ফ্ল্যাটের বাসিন্দা মিসেস গ্রান্ট খুন হয়। এবং পুলিশ দলবল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হয়েছিল তখন অন্য বাসিন্দারা কেউ হয়ত ঘুমোবার আয়োজন করছিল। কেউ বা বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েছিল। শুধু একমাত্র জেগে ছিল ফ্ল্যাটের কেয়ারটেকার। পুলিশ ইনসপেক্টর তাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিল যদি পুলিশের উপস্থিতিটা কেউ জানতে পারে তবে তার এবং তার মালিকের সমূহ বিপদ ঘটবে। কারণ এই বিল্ডিং-এ কেউ খুন হয়েছে খবরটা প্রচার হলে কেউ ভবিষ্যতে ভাড়া নিতে আসবে না। যারা আছে তারাও নিরাপদ জায়গায় চলে যাবে। বিল্ডিং যদি ভাড়াটে শূন্য হয়ে পড়ে তবে ভবিষ্যতে তার চাকরি চলে যাবার একটা সম্ভাবনা থেকে যাবে। তাই ভয়ে মুখ খুলল না কেয়াটেকার। মিসেস গ্রান্টের খুনটা বেমালুম চেপে যায়।

পোয়ারো নিঃশব্দে মিসেস গ্রান্টের ঘরে ঢুকলেন। পুলিশ কনস্টেবল রাইসের নির্দেশে ডিউটি দিচ্ছেন। সে পোয়ারোকে চিনতো, তাই তাকে বিনা বাধায় ভেতরে যেতে দিল।

ফ্ল্যাটে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল পোয়ারো। ঘরের সব আসবাবপত্র যেখানে পড়েছিল সেখানেই পড়ে রইল। নেই কেবল ফ্ল্যাটের বাসিন্দা। হতভাগিনী মিসেস গ্রান্ট। তার মৃত্যু সম্পর্কে তাদের ভাসা ভাসা অনুমান। ডিভিশনাল সার্জেনের ডেথ সার্টিফিকেট কিংবা মৃত্যু সম্পর্কে ডাক্তারের রির্পোট এই সব যথেষ্ট নয়। তাঁর কাছে মৃত্যুর কারণটা

বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে না পারলে কেস টিকবে না। আসামী বেকসুর খালাস পেয়ে যাবে। তাই পোস্টমর্টেম রিপোর্ট অত্যন্ত জরুরী।

গোয়েন্দা টেবিলটার সামনে এসে দাঁড়ালেন। একগুচ্ছ চিঠি পড়ে রয়েছে টেবিলের ওপর। যেগুলি সান্ধ্য ডাকে এসেছিল এবং মেয়েটি টেবিলের ওপর রেখেছিল আলো না জ্বালিয়েই। এই অভ্যাস তার বহুদিনের। এখন চিঠিগুলি দেখতে দেখতে নিরাশ হলেন তিনি যে চিঠিটির খোঁজে তিনি এখানে এসেছেন সেটি নেই। একটা চিঠি নেই। প্রথমবার এসে তিনি চিঠিগুলি গুনে দেখেছিলেন। কিন্তু পুলিশ না আসা পর্যন্ত তিনি চিঠিগুলি নিতে পারেন নি। কিন্তু কে সরাবে? মিসেস গ্রান্টের পরিচারিকা কি? সে যদি সরাবার চেষ্টা করে তাহলে আগেই সরাতে পারত। তাছাড়া মিসেস গ্রান্টের চিঠি তার কি কাজে লাগতে পারে? উত্তর হলো অপ্রয়োজন। সুতরাং তালিকা থেকে সে বাদ।

এবার প্রথম হলো কি এমন ছিল যেটা কারোর কাছে জরুরী হয়ে পড়ল? তাও আজ রাতেই। অতএব মিসেস গ্রান্টের চিঠির সঙ্গে তার কাজ জড়িয়ে থাকতে পারে। এক্ষেত্রে তার প্রথমে মনে পড়ল স্বামীর কথা। তিনি যে বিবাহিতা ছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু তার স্বামী কে, প্যাট সে কথা জানে না। কয়েকজন পুরুষ তার ফ্ল্যাটে নিয়মিত যাতায়াত করতো। কেউ কখনো স্থায়ী ভাবে তার সঙ্গে বাস করে নি। যদি কাউকে চোখে পড়ত তবে অবশ্যই ধরে নেওয়া যেত তিনি তার স্বামী। এছাড়া আর কোন সম্পর্কের কথা তারা ভাবত না।

যদি ভদ্রমহিলা স্বামী পরিত্যক্ত হবেন তবে ধরে নেওয়া যায় তার স্বামী বিচ্ছেদে রাজী থাকলেও তিনি মানসিক ভাবে তা মেনে নিতে পারেন নি। যদি স্বামী অন্য কোন নারীর

প্রতি আসক্ত হন তাহলে প্রথমে সে স্ত্রীকে বিবাহ বিচ্ছেদে রাজী করাতে চাইবে। যদি স্ত্রী রাজী না হয় তবে তাকে পথ থেকে সারানো জন্য অন্য পথ অবলম্বন করবে।

খুন হয়েছেন মিসেস গ্রান্ট। স্বামী জীবিত কিনা কেউ জানে না। কি তার পরিচয়? স্বামী যদি পলাতক হয় তাহলে পুলিশ তাকে খুঁজে বের করবে। এইসব কথা ভেবে পোয়ারো নিজেকে অসহায় মনে করল।

এখন সবথেকে বড় কাজ হলো, সেই হারানো চিঠিটা খুঁজে বের করা। তার দৃঢ় বিশ্বাস, হারানো চিঠিটার মধ্যে এমন কিছু আছে যাতে মিসেস গ্রান্টের বিবাহিত জীবনের কোন জরুরী নথিপত্র থাকতে পারে বা সেটা একান্ত জরুরী হয়ে পড়ে খুনীর কাছে। সে তার স্বামীই তোক বা অন্য কেউ থোক।

এখন প্রথম কাজ হলো চিঠিটার সন্ধান করা। তারপর মিসেস গ্রান্টের স্বামীর সন্ধানে বেরোনো। আরও একটা জিনিসের সন্ধান করা অত্যন্ত জরুরী মনে করেন এরকুল পোয়ারো। গোয়েন্দা লাইনে তার অভিজ্ঞতা প্রচুর। কোন সম্ভাবনাকে জড়িয়ে দেওয়া যায় না। যেমন প্যাটের ফ্ল্যাটের চাবি উধাও হয়ে যাবার ঘটনা। প্যাটের অভিমত হচ্ছে, তার পরিষ্কার মনে আছে ফ্ল্যাটে থেকে বেরোবার সময় প্রবেশ পথে তালা লাগিয়ে চাবিটা হাতব্যাগে রেখেছিল। কিন্তু তন্ন তন্ন করেও খুঁজে পায়নি।

আপাতদৃষ্টিতে প্যাটের ফোর্থ ফ্লোরের সঙ্গে নীচের থার্ড ফ্লোরের মিসেস গ্রান্টের খুন হবার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকারই কথা। কিন্তু কোন মানে না পোয়ারোর মনে হলো প্যাটের ফ্ল্যাটের চাবি চুরি করা মিসেস গ্রান্টের হত্যাকারীর একান্ত প্রয়োজন ছিল। খুনী

অত্যন্ত চতুর এবং সচেতন। প্যাটের চাবি চুরিটা তার চাতুর্যের একটা নিদর্শন মনে হতেই বেরিয়ে এলেন। তিনি। চিঠিটার কথা ভুলে গেলেন তিনি।

প্যাটের ফ্ল্যাটে ফিরে যাবার আগে গ্রাউণ্ড ফ্লোরে নেমে এলেন পোয়ারো। ডে এণ্ড নাইট সার্ভিসে একটা ওষুধের দোকানে ঢুকলেন। সেখানে থেকে এবিন ফ্লোরাডের বোতল কিনে যখন প্যাটের ফ্ল্যাটে ফিরে এলেন তখন সে অন্য মানুষ।

.

০৬.

জিমি যেন অন্য এক পোয়ারোকে দেখছে। তার ফ্ল্যাটে থেকে যখন নীচের ফ্ল্যাটে যাচ্ছিল তখন ছিল উজ্জ্বল ঝলমলে মনে হচ্ছিল। আর এখন ফিরে এলেন একেবারে কালো মুখ। হতাশার চিহ্ন চোখে মুখে।

জিমি প্রশ্ন করে, মঁসিয়ে পোয়ারো কি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি?

না, উত্তরে তিনি বলেন, তিনি সন্তুষ্ট নন।

কৌতূহলী হয়ে ভেনোডেন জিজ্ঞাসা করে, কিসের এত দুশ্চিন্তা তার?

তার কথায় উত্তর না দিয়ে এক মিনিট নীরব থাকা পর হঠাৎ ভ্রুকুটি করে কি যেন ভেবে কাঁধ ঝাঁকালো।

প্যাটের দিকে তাকিয়ে বলেন, মাদমোয়াজেল, শুভরাত্রি। তিনি খুব ক্লান্ত। অনেক রান্না বান্না তিনি করেছেন।

হেসে উত্তর দিয়ে প্যাট বলল-রান্না বলতে কেবল ওমলেট। নৈশভোজের রান্না সে করেনি। ভেনোডেন জিমি সকলে মিলে একটা ছোট্ট জায়গায় যায়।

তারপর থিয়েটার?

হ্যাঁ, দি ব্রাউন আইজ অব কেরোসিন।

একটা শব্দ করে বলেন যে মাদমোয়াজেলের নীল চোখ। তারপর শুভরাত্রি জানালো প্যাট। এবং মিলড্রেডের বিশেষ অনুরোধে সে আজ প্যাটের ফ্ল্যাটে থেকে যাচ্ছে। প্যাট যদি তার ফ্ল্যাটে একা থাকে তবে সে খুব ভয় পাবে।

সিঁড়ির মুখে দুজন যুবক তার সাথী হলো। তারা যখন তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাতে যাবে তখন তাদের প্রভাবিত করেন তিনি।

তরুণ বন্ধুরা, তারা নিশ্চয় জেনেছেন, জিমি সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাট থেকে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছেন। সত্যি কথাটা হলো তিনি সন্তুষ্ট নন। এখন আবার ফিরে গিয়ে নিজের মতো করে তদন্ত করে দেখতে চান। তাদের কে তার সাথী হবে?

তার সেই প্রস্তাবে দুটি যুবক রাজী হয়ে গেল। তারপর কিছুমাত্র দেরী না করে নীচের ফ্ল্যাটে নেমে এলেন। ইনসপেক্টরের দেওয়া চাবি নিয়ে খুললেন মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটের তালা। ফ্ল্যাটে ঢুকে প্রত্যাশা মতো বসার ঘরে না গিয়ে, কিচেনে প্রবেশ করলেন।

একটা ছোট্ট লোহার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কভরটা সরিয়ে গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে লোহার জানালাটা খুলে ফেললেন জিমি।

জিমি এবং ভেনোডেন বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। পোয়ারোর হাবভাব ক্রমশঃ তাদের অবাক করে তুলেছিল।

হঠাৎ জয়ের আনন্দে চীৎকার করে ভাবলেন তিনি। তারপরেই দেখা গেল তার হাতে ছিপি আঁটা একটা বোল।

ইউরেকা, আনন্দে চীৎকার করে ওঠেন তিনি। আমি যা চেয়েছিলাম তা পেয়ে গেছি। ভয়ঙ্কর উল্লাসে বোতলের ছিপির উপর নাক রেখে শুকলেন তিনি। হায়! হায় ভাগ্য? আমার মাথায় ঠাণ্ডা লেগেছে।

তার হাত থেকে বোতলটা ছিনিয়ে নিয়ে পোয়ারোর মতোন নাক ঠেকাল কিন্তু গন্ধে পেল না। চিৎকার করে পোয়ারো তাকে সতর্ক করে দেবার আগে দ্রুত হাতে ছিপি খুলে নাক লাগল।

চীৎকার করে বললেন–মূর্খ, ছিঃ ছিঃ, ঐ রকম বোকার মতোন তাড়াহুড়ো করে কেউ বোতলের ছিপি খোলে? সে কি দেখেনি, কিরকম সাবধানে তিনি বোতল ধরে ছিলেন?

দয়া করে যদি একটু ব্রাণ্ডির ব্যবস্থা করা যায়। বেশী দূরে যেতে হবে না। এই ফ্ল্যাটেরই বসার ঘরে একটা সুরাপাত্র তিনি দেখেছেন।

এটাকে কোন কঠিন কাজ বলেই মনে করল না সে। বন্ধুর জন্য যত দূরেই হোক ছুটে যেতে পারবে সে। এত হাতের কাছেই রয়েছে। এই বলে বসার ঘরে ঢুকে গেল সে। ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখল ভেনোডেন সুস্থ হয়ে উঠে বসেছে।

উদ্বিগ্ন স্বরে জিমি জিজ্ঞেস করলো, ভেনোডেনের কষ্ট হয়নি তো? কেমন বোধ করছে?

কৈ কিছু সে বুঝতে পারছে না। সে আগের মতোই সুস্থ বোধ করেছে। পোয়ারোর উপদেশ শুনতে হলো। তাকে বিষাক্ত জিনিসের গন্ধ নিতে হলে অতি সাবধানতা প্রয়োজন।

লজ্জায় নত হয়ে ভেনোডেন বলল, এখুনি সে বাড়ি ফিরে যাবে। কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল সে। যদি মঁসিয়ে পোয়ারো তাকে অনুমতি দেন এবং যদি তার প্রয়োজন আর না থাকে। সে খুব দুর্বল বোধ করছে। অসহায় হয়ে তার অনুমতির অপেক্ষায় রইল।

অনুমতি দিয়ে পোয়ারো বলেন, বাড়ি ফিরে যাওয়াই হবে তার এখন সবচেয়ে ভালো দিক।

তারপর জিমির দিকে ফিরে বললেন, মসিয়ে ফকনার, তিনি যেন এক্ষুনি চলে না যায়, তার জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন। তার বন্ধুকে এগিয়ে দিয়ে তিনি যেন এক্ষুনি ফিরে আসেন।

ঘাড় নেড়ে বাধ্য ছেলের মতো সম্মতি জানাল জিমি। দরজার বাইরে পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিতে গিয়ে সিঁড়ির মুখে অনেকক্ষণ আলোচনা করল। শেষে ফ্ল্যাটে ঢুকে পোয়ারো দেখলেন, বসার ঘরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জিমি। তাকে ফিরে আসতে দেখে তাকিয়ে রইল পোয়ারোর দিকে। স্তব্ধ বিমূঢ় হতবাক। মুখে কথা নেই। চোখে যেন সরষে ফুল দেখছে।

অনেক পরে অস্ফুট স্বরে বলল–সে কি এখন যেতে পারে?

নিশ্চয়, বলে জিমিকে এগিয়ে দিতে গেলেন পোয়ারো। ভেনোডেনের জন্যে দরজা খুলে দিয়েছিল কেয়ারটেকার। এবার পোয়ারোকে নীচে নামতে দেখে কেয়ারটেকার বলল তিনিও কি বাইরে যাবেন মঁসিয়ে পোয়ারো? উত্তরে পোয়ারো জনালেন, তার বন্ধু মঁসিয়ে ফকনার যাবেন।

ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে পোয়োরা বললেন, কাজের কথাটাই বলা হয়নি। কাল সন্ধ্যায় তাকে একবার পুলিশ স্টেশনে আসতে হবে। এই সময়ে মধ্যে মিসেস গ্রান্টের পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা পাওয়া যাবে। তারপর যা করণীয় করা যবে।

তার কি কোন প্রয়োজন আছে? জিজ্ঞাসা করে জিমি।

সবিস্ময়ে পোয়ারো বলেন, প্রয়োজন অবশ্যই আছে। মঁসিয়ে, ভুলে যাবেন না যেন যে মিসেস গ্রান্টের খুনী এখনও ধরা পড়েনি।

তবে কি তাকে সম্ভাব্য খুনী হিসেবে চিহ্নিত করছে পোয়ারো। তাকে তার জন্য পুলিশ স্টেশনে যাবার নির্দেশ দিচ্ছেন। ভেনোডেনকে বললেন না। প্যাট আর মিলড্রেডের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করলেন। তাদের সন্দেহ তালিকা থেকে বাদ দিয়েছেন পোয়ারো। যাই হোক তিনি যদি পুলিশ স্টেশনে না যান তবে ইনসপেক্টর রাইস তার ফ্ল্যাটে গিয়ে হাজির হবেন।

ভাবতে গিয়ে মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল তার। অতএব বাধ্য ছেলের মতো তার প্রস্তাবে রাজী হয়। পোয়ারোকে শুভরাত্রি জানিয়ে রাস্তায় নামল জিমি।

পরদিন সন্ধ্যায় সময়মতো হাজির হয় জিমি। নানা চিন্তায় সে বিভোর ছিল। যদি হত্যাকারী হিসেবে তাকে গ্রেফতার করে তবে প্যাটকে ফোন করবে তার জামিনের ব্যবস্থা করার জন্য। যদিও মিথ্যা অভিযোগ তাকে গ্রেফতার করেছে। তবুও প্যাট মিথ্যে অভিযোগটা সত্যি ধরে নেবে আর এতদিনের বন্ধুত্ব প্রেম ভালোবাসা সব মিথ্যে হয়ে যাবে।

এইভাবে আশা নিরাশায় দুলতে দুলতে পুলিশ স্টেশনে হাজির হলো। আগেই হাজির ছিলেন গোয়েন্দা পোয়ারো। পুলিশ ইনসপেক্টর রাইসের সঙ্গে গভীর আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি। তাকে দেখে গম্ভীর স্বরে বললেন, আসুন মঁসিয়ে ফকনার। তিনি না এলে

পুলিশ পাঠিয়ে তাকে আনা হত। এবার মিসেস গ্রান্টের ফ্ল্যাটে রওনা হওয়া যাক। ভয়ে বুক কাঁপছিল তার। তারা কি তাকেই মিসেস গ্রান্টের হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করেছে?

পুলিশ ইনসপেক্টরের হাতের দিকে ভয়ার্ত চোখে দেখল। মিসেস গ্রান্টের পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটা স্থির চোখে দেখছিলেন পোয়ারো। জিমি পোস্ট মর্টেম রিপোর্টটার দিকে তাকিয়ে আছে।

কয়েক মিনিটের জন্য অদ্ভুত নীরবতা। মুখে কোন কথা নেই। পোয়ারো জিমির মনের প্রতিক্রিয়া বুঝবার চেষ্টা করছিল।

নীরবতা ভঙ্গ করে পোয়ারো বললেন, মঁসিয়ে ফকনার। মিসেস গ্রান্টের পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেছে। মৃত্যুর কারণ, খুব কাজ থেকে তাকে গুলিবিদ্ধ করা হয়।

তা তো জানতাম।

তীক্ষ্ণ স্বরে পোয়ারো বললেন, জানতেন তিনি?

গতকালই ইনসপেক্টর রাইসের সঙ্গে তার আলোচনার সময় সে শুনেছে। এবং ইনসপেক্টর রাইসকে জিজ্ঞাসা করল, তাই না ইনসপেক্টর রাইস।

হুঁ বলে মাথা নেড়ে উত্তর দিলেন রাইস।

হত্যাকারী কে? জিজ্ঞস করলো জিমি। মঁসিয়ে, এরপর কি হতে পারে?

এরপর আর কিছু নেই। কেস খতম।

কেস খতম? কি বললেন তিনি?

হ্যাঁ, আমি সব জেনে গেছি।

কি জেনেছেন? ছোট্ট বোতলটার মাধ্যমেই তিনি কি সব জেনেছেন?

ঠিক তাই, বলে পোয়ারো বলেন, খবর সংগ্রহ করতে এই বোতলটাই তাকে সাহায্য করেছে।

ঘন ঘন মাথা নেড়ে জিমি বলল, তার কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না। ফ্রেজারের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাবার পরে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন। তার মনে হয়েছিল, তার অস্তিত্ব পোয়ারো স্বীকার করছেন না।

নরম সুরে পোয়ারো বললেন, যদি যে কেউ হয় তিনি খুব বিস্মিত হবেন।

তার কথা জিমি কিছুতেই বুঝতে পারছে না।

যে একটা নাম। সতর্কতার সঙ্গে রুমালে চিহ্নিত করা একটা নাম। আর চিঠিটা। যদি ফ্রেজার নামে কোন ব্যক্তি চিঠিটা লিখত তবে চিঠিটা বেনামে লেখার কোন প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ এমন ভাবে মৃত মহিলার পকেটে রাখতেন না যাতে পুলিশের নজরে পড়ে যায়। সুতরাং ফ্রেজারের কোন অস্তিত্বই নেই।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল জিমি। প্রথম যে পয়েন্ট সেটা হলো তিনি একবার বলেছিলেন ফ্ল্যাট বাড়িতে কিছু কিছু জিনিস যা প্রত্যেকেরই ফ্ল্যাটে থাকে। এই ব্যাপারে তিনটি উদাহরণ দিয়েছিলেন। চতুর্থ উদাহরণ হলো, লাইটের সুইচ। তার বন্ধু বলেছিল যে জানালার ধারে যায় নি। টেবিলের ওপর হাত রেখেছিল আর হাত রক্তে ভরে যায়। তখনই তার প্রশ্ন মনে জাগল। কেন টেবিলের ওপর সে হাত রাখতে গেল। আর কি বা খুঁজছিল। দরজার পাশে সুইচ থাকে। তাছাড়া কেন সে আলো জ্বালাবার প্রয়োজন বোধ করেনি। অন্ধকারে কোন অস্বাভাবিক কাজ করা যায় না। আর যারা অন্ধকার জগতের মানুষ তারা আলোয় আসতে ভয় পায়। তার বন্ধুর বক্তব্য অনুযায়ী টেবিলের আলো জ্বালাবার চেষ্টা সে করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। কিন্তু সে সুইচ দেওয়া মাত্র আলো জ্বলে ওঠে। তার মানে এই কি, সে আলো জ্বালাতে অনিচ্ছুক ছিল। যদি আলো জ্বালতো তাহলে বুঝত যে তারা ভুল ফ্ল্যাটে এসে পড়েছে। তাহলে এই ফ্ল্যাটে ঢোকার কোন প্রয়োজন থাকতে পারে না।

জিমি বলল, আর একটু খোলসা করে না বললে সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

ঠিক আছে বলে মঁসিয়ে পোয়ারো ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা চাবি বের করে তার সামনে তুলে ধরলেন। দেখুন তো মঁসিয়ে, এটা কোথাকার চাবি?

এই ফ্ল্যাটের চাবি। উত্তর দেয় জিমি।

না, উপরের ফ্ল্যাটের। মাদমোয়াজেল প্যাট্রিসিয়ার ফ্ল্যাটের চাবি। যেটা ভেনোডেন হাত ব্যাগ থেকে তুলে নেয়।

কেন, প্যাটের ফ্ল্যাটের চাবি সরাতে গেল?

সে জানতো, সেদিন সন্ধ্যায় লিফটের দরজা খোলা ছিল।

কিন্তু হারানো চাবিটা মঁসিয়ে পেলেন কিভাবে?

এক গাল হাসি হেসে পোয়ারো বললেন, এটা তিনি পান গভীর রাত্রে। চাবিটার খোঁজ তিনি পান তার বিশ্বস্ত বন্ধু মঁসিয়ে ভেনোডেনের পকেটে। তার মনে আছে ছোট্ট বোতলটার কথা। এই লাইনে কাজ করতে করতে তার প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে। এই জাতীয় বোতল যেখানে, প্রত্যেকে চাইবে ঘ্রাণ নিতে এবং পরে বোতলের বস্তুটির দিকে। মঁসিয়ে ভেনোডেনের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়নি। একরকম নোটিশেই সে বোতলটা ছিনিয়ে নেয়। প্রথমে ছিপি সমেত বোতলটার ঘ্রাণ নেয়। তারপর ছিপি খুলে ঘ্রাণ নিতে চেষ্টা করে। এই ভাবে তার পাতা জালে সে ধরা পড়ল। তার সব চালাকির ছন্দপতন ঘটল। তার সাময়িক চেতনাহীন দেহটা পোয়ারো ধরে ফেললেন। বোতলের ভেতরে এথিল ক্লোরইড নামে শক্তিশালী এ্যানসেথটিক ছিল যা শুকলে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান হারায়। এই সুযোগ নেবার জন্য গভীর রাতে তিনি ওষুধটা কিনে আনলেন। সেই অ্যানাসথেটিকের প্রতিক্রিয়া স্থায়ী হয় এক কি দুই মিনিট। এই মাহেন্দ্রক্ষণের জন্য তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সেই অবসরে তার পকেট থেকে দুটো জিনিস সংগ্রহ করেন। তিনি জানতেন, এই দুটি জিনিস তার পকেটে থাকতে বাধ্য। একটি চাবি আর অপরটি

কিছুক্ষণ থেমে আবার বলেন, তার মনে আছে। ইনসপেক্টর রাইস মৃত দেহ পর্দার আড়ালে লুকোবার কারণ দেখান হাতে সময় পাবার জন্য খুনী এই পন্থা অবলম্বন

করেছিলেন। সেই কথা ভেবে একটা কথা তার মনে এসেছে। সেটা হলো সন্ধ্যা ডাকের চিঠিগুলি। সান্ধ্য ডাক আসে সাড়ে নটার কিছু পরে। খুনী যা আশা করেছিল তা হয়নি। তার সেই না পাওয়া জিনিসটা ডাকযোগে পরে আসতে পারে। তাই সে আবার ফিরে আসে। কিন্তু মিসেস গ্রান্টকে খুন করার পর তার মতোকেই যেন পরিচারিকা না দেখতে পায় এবং সন্ধ্যা ডাক না আসা পর্যন্ত পুলিশ যেন ফ্ল্যাটের দখল নিতে না পারে সেইজন্য পর্দার আড়ালে মৃতদেহ লুকিয়ে রেখেছিল। পরিচারিকা বাড়ি ফিরে গৃহকত্রীকে দেখতে না পেয়ে ভাবল তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন এবং রোজকার অভ্যাস মতো চিঠিগুলি টেবিলের ওপর রেখে দেয়।

পোয়ারো তার পকেট থেকে কিছু একটা যেন বের করলো। দেখা সেল টাইপ করা মিসেস আর্নেস্টিন গ্রান্টের ঠিকানার একটা খাম। তিনি খুলে ধরলেন জিমির সামনে। কিন্তু মঁসিয়ে ফকনার তিনি যেন বুঝতে পারছেন তিনি পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কারণ তার উত্তরটা জিমির কাজ থেকে পাওয়া খুবই জরুরী। এটা তার সামাজিক ও নৈতিক দায়িত্ব বটে।

হাসতে হাসতে জিমি বলে, মঁসিয়ে পোয়ারো কে জানে তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন গোয়েন্দার কথা যার মগজে শুধু খুন খারাপি এবং অপরাধী ধরার কৌশল আঁটা ফাঁদ পাতা। এইসব ছাড়া অন্য চিন্তার স্থান নেই। অথচ তার মুখ থেকে নৈতিক সামাজিক দায়িত্ব প্রভৃতি গুরুগম্ভীর কথা শুনি কিভাবে বেরোয়।

তবে কি মঁসিয়ে ফকনার। বলতে চান আমি সবসময় অসামাজিক কাজ করি।

বিনীত ভাবে জিমি বলল, সে কথাগুলো ওভাবে বলছে চায়নি।

পোয়ারো বলে চলেন, তিনি কি ঠাণ্ডা ইয়ার্কিও বোঝেন না। তিরস্কার করার দৃষ্টিতে বলেন, এবার কাজের কথায় আসা যাক।

মাদমোয়াজেল প্যাট্রিয়াকে তিনি ভালোবাসেন কিনা, ঠিক করে বলুন?

প্যাটের জন্য তার দারুণ চিন্তা হয়। রাত্রে ঘুমোতে পারে না সে। কিন্তু কখনও ভাবেনি তাকে পাওয়া সম্ভব।

জিমি ভেবেছিলেন, প্যাট্রিসিয়া ভেনোডেনের, ভালোবাসে, হয়তো গোড়ায় উনি তাকে ভালোবাসতে শুরু করেন। তারপর তাল কেটে যায়। এখন তার বক্তব্য হলো জীবনের সেই অনুচ্ছেদ ভুলে গিয়ে তার বিপদে তার পাশে দাঁড়ানো।

বিপদ? প্যাটের বিপদের পুলিশী তদন্ত অনুযায়ী গ্রান্টকে খুন করেছে ভেনোডেন। কিন্তু প্যাটের বিপদ হতে যাবে কেন?

হ্যাঁ, খুব বিপদ ওর। ভেনোডেনের জন্য প্যাট্রিসিয়াকে বিপদে পড়তে হয়েছে?

ঠিক তাই। এই খুনের কেস থেকে তাকে বাইরে রাখার চেষ্টা করবে কিন্তু সার্বিকভাবে সেটা অসম্ভব।

এবার পোয়ারো হাতের খামটা মেলে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিঠি, তার সঙ্গে সার্টিফিকেট জাতীয় একটা কাগজ বেরিয়ে এল। সলিসিটারের কাছে থেকে এসেছে। চিঠিটার বিষয়বস্তু এইরকম–

প্রিয় মাদাম,
আপনার চিঠির সঙ্গে গাঁধা নথিপত্রটি পুরোপুরি সঠিক এবং বিবাহের ঘটনা বিদেশে ঘটলেও কোন কারণেই সেই বিয়ে কখনওই বাতিলযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।
আপনার বিশ্বস্ত।

সেই নথিপত্রটা একটা সার্টিফিকেট। ভেনোডেন বেইলি আর্নেস্টিন গ্রান্টের বিয়ের সার্টিফিকেট। আট বছর আগে তাদের বিয়ে হয়েছিল।

এসব শুনে জিমি বলে, প্যাট বলেছিল ভদ্রমহিলার কাছ থেকে ও একটা চিঠি পায়। গতকাল সন্ধ্যায় ওর সঙ্গে দেখা করার জন্য। সেটা এত জরুরী স্বপ্নেও ভাবিনি।

মাথা নাড়ালেন পোয়ারো। ভেনোডেন, মাদমোয়াজেল প্যাটের ফ্ল্যাটে যাবার আগে আজ সন্ধ্যায় তার পূর্বতন স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যায়। মিসেস গ্রান্ট প্যাট্রিসিয়া তাদের দুজনের সম্পর্ক ফাঁস করে দেবার আগে তাকে সরিয়ে ফেলে। হতভাগ্য মহিলা। একই বিল্ডিং-এ বাস করত যেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বীও বাস করত।

ঠাণ্ডা মাত্রায় খুন করা হয় তাকে। তার স্ত্রী নিশ্চয় তাকে বলে ছিল, তার সলিসিটার বিয়ের সার্টিফিকেট পাঠিয়েছে এবং গত সন্ধ্যায় তাদের কাছ থেকে উত্তরের অপেক্ষায় আবার চেষ্টা করছিল যে তাদের বিয়েটা আইনসিদ্ধ নয়।

গতকাল সারা সন্ধ্যাটা ভেনোডেনকে দেখেছেন, দারুণ মেজাজে ছিলেন তিনি। বোঝাই যাইনি যে তিনি স্ত্রীকে খুন করতে পারেন।

কিন্তু মঁসিয়ে পোয়ারো, আপনি এই বিল্ডিং-এ থাকায় তাকে পালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হয়নি। কাঁপা গলায় বলল জিমি।

এখন তার পালাবার সব রাস্তা বন্ধ। গম্ভীর গলায় বললেন পোয়ারো। তার ভয়ের কোন কারণ নেই।

না, সে এখন শুধু প্যাটের কথাই চিন্তা করছে। তার বিশ্বাস, প্যাট ভেনোডেনকে খুব ভালোবাসত।

নম্র সংযতভাবে পোয়ারো বললেন, তিনি এসব আদৌ ভাবছেন না। তিনি শুধু বলতে চান, আপনার কাজ হলো আপনার দিকে ওকে টেনে আনা। ভেনোডেনের সঙ্গে যাই হোক না কেন ওসব ওকে ভুলিয়ে দেওয়া।

সে কি আর সম্ভব? পাল্টা প্রশ্ন করে জিমি। এত সব ঘটে যাবার পরেও।

আমার তো মনে হয় না কাজটা খুব দুরূহ। সেটা করতে খুব বেশী বেগ পেতে হবে।